CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-324 ■ 3 September, 2025 ■ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দারভাঙ্গার সভায় কুরুচিকর মন্তব্য নিয়ে

মা চলে গেছেন, তবু তাঁকে অপমান ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ।। প্রয়াত মায়ের উদ্দেশ্যে 'অপমানজনক ভাষা' ব্যবহারের বিতর্ক নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিহার রাজ্য জীবিকা নিধি সাখ সহকারী সংঘ লিমিটেড-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এটি শুধু আমার মায়ের নয়, বিহারের সমস্ত মা ও কন্যাদের অপমান।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে বিহারে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভোটার অধিকার যাত্রা' চলাকালীন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেসের 'ভোটাধিকার যাত্রা'-য় দারভাঙ্গার মঞ্চ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হিন্দিতে কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করে বলে দাবি করা হয়। ভিডিওর সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার মা আমাকে কোটি কোটি মায়ের সেবা করার জন্য আলাদা করেছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, এখন আমার মা আর নেই। কিছুদিন আগেশততম জন্মবর্ষ পূর্ণ করার পর কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি কখনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এখন পৃথিবীতেও নেই। সেই মাকে কংগ্রেস-আরজেডি মঞ্চ থেকে গালিগালাজ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যারা 'ভারত মাতা'-কে অপমান করতে দ্বিধা করে না, তাদের কাছে আমার মাকে গালি দেওয়া নতুন কিছু নয়। তবে এমন মানুষদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

শৈশবের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার মা পরিবারকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে লালন-পালন করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কখনও নতুন শাড়ি কিনতেন না, পরিবারের জন্য প্রতিটি পয়সা সঞ্চয় করতেন। আজও দেশের কোটি কোটি মা প্রতিদিন সেই রকম তপস্যা করে চলেছেন, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি-পুতিনের বৈঠকের পর ট্রাম্পের আক্রমণ

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ককে 'এক তরফা বিপর্যয়' আখ্যা দিলেন

ওয়াশিংটন, ২ সেপ্টেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ককে 'একতরফা বিপর্যয়' বলে আখ্যা দিলেন।

ট্রাম্প টুইটের মতো নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ পোস্ট করে বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু তারা আমাদের দেশে বিপুল পণ্য রপ্তানি করে। বহু দশক ধরে এই সম্পর্ক একতরফা। এর প্রধান কারণ, ভারত আমাদের পণ্যের উপর অত্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে মার্কিন ব্যবসাগুলি ভারতে পণ্য বিক্রি করতে ব্যর্থ হচ্ছে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "ভারত এখন বলছে তারা শুল্ক 'শূন্য' করতে চায়, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। এটা বহু বছর আগেই করা উচিত ছিল। ভারত রাশিয়া থেকে অধিকাংশ তেল ও সামরিক সরঞ্জাম কিনছে, আমাদের থেকে খুব কম। এটা পরিবর্তন হওয়া উচিত।"

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে মার্কিন ডেমোক্র্যাট দল। কংগ্রেসের হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি-র ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এক বিবৃতিতে বলেন, "ভারতকে লক্ষ্য করে ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ করেছেন, তা শুধুই আমেরিকানদের ক্ষতি করছে এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে ধ্বংস করছে।"

তাঁরা আরও বলেন, "চীন, যা রাশিয়া থেকে ভারতের চেয়ে অনেক বেশি তেল আমদানি করে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, বিষয়টা ইউক্রেন নয়, অন্য কিছু।"

ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফোরাম ফর ট্রেড জাস্টিস, যা কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পরিবেশকর্মী ও স্বাস্থ্যসংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি জোট, এক বিবৃতিতে জানায় "এই চুক্তি 'ন্যায্য বাণিজ্য'-এর চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয় নীতিকে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা।"

তাদের বক্তব্য, "বর্তমান আলোচনায় ভারতকে আত্মসমর্পণ না করে সুদৃঢ় অবস্থানে থাকা উচিত। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই আলোচনাকারীদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নিতে হবে, যাতে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হয় এবং কোনওভাবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভেদের রাজনীতি করে টিকে আছে সরকার আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এভাবে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।

অশিষ সাহা দাবি করেন, সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে শাসক দলের বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি দেয় পুলিশ প্রশাসন। তিনি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে কিছু বক্তব্যে শিষ্টাচার লঙ্ঘন হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিরোধীদলের বিধায়কদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতারে প্রশাসন উদাসীন। এখন শাসক দলের বিধায়করাও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিভেদমূলক শক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করে শুধুই ক্ষমতার চেয়ারে বসে থাকার লক্ষ্য নিয়েছে বর্তমান সরকার। এমনকি নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকেও খর্ব করছে। তিনি সরাসরি আঙুল তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার দিকে। তাঁর দাবি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দলীয় সংঘাত মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যখন নিজের দলের বিধায়করাই অনাস্থার সুর তুলছে, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার চিত্র সহজেই অনুমেয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

২০০ পরিবারের ৬০০ ভোটার বিজেপিতে

বিজেপি ছাড়া রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ রাজ্য বা দেশের উন্নয়ন করতে পারবে না। কারণ সিপিআই (এম) এবং কংগ্রেস শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য জনজাতি অংশের মানুষকে ব্যবহার করেছে। নানাভাবে তাদের ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করেছে।

আজ গোমতী জেলার কিল্লা বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির বাগমা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন এই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০০ পরিবারের ৬১০ জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব তাদের স্বাগত জানান।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ভারতীয় জনতা পার্টিতে নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন মানুষ বুঝতে পেরেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।আজ যারা এখানে বিজেপিতে যোগদান করেছেন আমি তাদের সকলকে স্বাগত জানাই। দু"দিন আগেও আমি মন কি বাত কারণক্রমে যোগ দিতে খোয়াইয়ের আশারামবাড়ী গিয়েছিলাম, যা খুবই একটি জনপ্রিয় কার্যক্রম এবং কোনও নেতা এধরণের কার্যক্রম কখনও করেন না। এটি একটি সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক কর্মসূচি। কিন্তু গত মাসে এই জায়গায় যখন আমাদের কার্যকর্তাগণ মন কি বাত শুনছিলেন তখন তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত এবং যখনই আমাদের কার্যকর্তাগণ আক্রান্ত হন, তখন পার্টি সবসময় তাদের সাথে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কখনো চায় না খুন, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষনের মতো ঘটনা, যেটা সিপিএম - কংগ্রেসের দীর্ঘ ৩৫ বছরের শাসনে সংঘটিত হয়েছে। বিজেপি এ ধরণের নোংরা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। মানুষ সেটা প্রত্যক্ষ করেছে। তারা শুধু জনজাতি অংশের মানুষকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছিল। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলছেন যে আমরা সবার জন্য উন্নয়ন চাই। আমরা জাতি এবং জনজাতির মধ্যে ঐক্য নিয়ে থাকতে চাই। সিপিএমের সময়ে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছে, আর আমাদের সরকারের সময়ে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত হয়েছে। আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিও ভালো ছিল না। কিন্তু ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর সবকিছু পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর -পূর্বের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। ত্রিপুরায় এখন শান্তি বিরাজ করছে এবং আমাদের হিরা মডেল দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে রাজ্যে।

এর পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে অবদানের জন্য মহারাজা বীর বিক্রমকে যথাযথ সম্মান না দেওয়ার প্রশ্নে সিপিএমের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা ত্রিপুরার মানিক্য রাজবংশের প্রতি যথাযথ সম্মান দিয়েছি। মহারাজা বীর বিক্রম ত্রিপুরার কল্যাণ ও বিকাশের জন্য কাজ করেছেন। স্কুল, কলেজ, বাজার এবং অন্যান্য অনেক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার বিধায়কের প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ, তদন্তে ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। গতকাল রাতে বিধায়ক আবাসে প্রবেশ করে মথার বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াংকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল ও প্রাননাশের হুমকি দিয়েছে একদল দুষ্কৃতকারী, বলে অভিযোগ। আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন পুলিশের মহানির্দেশক আইপিসি আনুরাগ ধ্যানকর। পাশাপাশি, ওই ঘটনায় বিধায়ক আবাসে নিরাপত্তায় গলদের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেন তিপরা মথার বিধায়করা।

বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং অভিযোগ, রাতে তিনি আবাসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতকারী ঢুকে পড়ে। এরপরই তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং প্রাননাশের দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিধায়ক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আজ সকালে পুলিশের মহানির্দেশক আইপিএস অনুরাগ ধ্যানকর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন। পুলিশের মহানির্দেশক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব শিগগিরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে, বলে জানান তিনি।

বিধায়ক হোস্টেল কাণ্ডে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মদ্যপ অবস্থায় যে তিন যুবক বিধায়কের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তারা আসলে উপরতলার অন্য এক বিধায়কের আমন্ত্রণে সেখানে এসেছিলেন। তবে ঠিক কোন বিধায়কের ঘরে তারা গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি নন।

ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিপরা মথার বিধায়করা আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিধায়ক আবাসে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক সংকট দূরীকরণের দাবিতে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। পর্যাপ্ত শিক্ষকের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন পড়ুয়ারা। ঘটনা সোনামুড়া খেদা বাড়ি এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোনামুড়া রাঙামাটিয়া নর্থ হাই স্কুলের পড়ুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটে ভুগছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা অনেকটাই কম। মাত্র ছয় জন শিক্ষক শিক্ষিকা দিয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালিত হচ্ছে। সংকটকালীন পরিস্থিতিতেও গত দু মাস আগে একজন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছিল।। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো হয়েছিল সপ্তাহখানেক এর মধ্যেই নতুন শিক্ষককে বিদ্যালয়ে আনা হবে। কিন্তু পড়ুয়াদের অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় মাস দুয়েক অতিক্রান্ত হলেও নতুন শিক্ষককে বিদ্যালয়ে আনা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে আজ ফের বিদ্যালয়ে অপর এক শিক্ষককে বদলি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়জলায় সিপিএম কার্যালয়ে দুষ্কৃতির হামলা

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে শাসকদল ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর নতুন নগর এলাকায় সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটির কার্যালয়ে আকস্মিক হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। জানা যায়, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে বিক্ষোভসভা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে হঠাৎই ৪-নং বড়জলা মন্ডলের একদল যুবক অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। এসময় দুইজন সাউন্ড সিস্টেম কর্মী মারধরের শিকার হন এবং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হামলার ঘটনায় মুহূর্তে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি উঠতেই ভেঙে পড়লো লোহার ব্রীজ, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহরা, ২ সেপ্টেম্বর।। মালবাহী গাড়ি ব্রীজের উপর উঠতেই ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ে এবং গাড়ির চালক সহ তিনজন আহত। ঘটনা কৈলাসহরের কিনাইরচড় এলাকায়।

মূলত কৈলাসহর শহর এলাকা থেকে শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের কিনাইরচড় গ্রামে যাতায়াতের জন্য ২০০৮সালে লোহার ব্রীজটি তথা বেইলি ব্রীজটি বসানো হয়েছিলো। ব্রীজটি বসানোর ফলে কিনাইরচড় গ্রামের মানুষ খুব অল্প সময়েই শহরে আসা যাওয়া করতে পারতেন।

আর মাত্র
২৫ দিন

কিন্তু আজ মঙ্গলবার দুপুরে মালবাহী এক গাড়ি শহর থেকে কিনাইরচড় গ্রামে যাবার সময় গাড়িটি ব্রীজের উপর উঠতেই হঠাৎ করে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ে। সেসময় ব্রীজের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে দুই মহিলা যাচ্ছিলেন। ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়তেই মালবাহী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই অপহৃতা নাবালিকা উদ্ধার

আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। অপহৃতা দুই নাবালিকা সহ অপহরণকারীদের আসাম থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হলো পুলিশ। জানা গেছে গত শনিবার আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার এক হিন্দু এবং এক মুসলিম নাবালিকা মেয়ে অপহরণ হয়। হিন্দু নাবালিকা মেয়েটিকে খয়েরপুর জব্বর মিয়ার ছেলে সাগর মিয়া এবং কাঞ্চনমালা এলাকার জলফু মিয়া মুসলিম নাবালিকা মেয়েটিকে জোরপূর্ব অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনা একই দিনে একই সময়ে ঘটে।

এদিকে জলফু মিয়া বিবাহিত যুবক যদিও তার স্ত্রী পর পুরুষের হাত ধরে দীর্ঘদিন আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার পর দুই নাবালিকা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাসের বিশেষ তৎপরতায় তাদেরকে প্রথমে গুয়াহাটির জোড়াবাট ফাড়ি থানার পুলিশ আটক করে। পরে আমতলী থানার পুলিশ গোয়াহাটি থেকে সমস্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল রাস্তায় দমকলের বিলম্বে পুড়ে ছাঁই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। আজ দুপুরে বড়জলা মহান ক্লাব এলাকায় বাসিন্দা স্বপন পালের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলের ইঞ্জিন। কিন্তু বেহাল রাস্তার জন্য দমকল বাহিনী আসতে দেরি হওয়ায় আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রান্না করতে গিয়েছিলেন বড়জলা মোহন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় স্বপন পালের স্ত্রী। তখন হঠাৎ রান্নার চুল্লায় আগুন লেগে যায়। সাথে সাথে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা খবর পাঠিয়েছেন দমকলবাহিনীকে। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকার কারণে কর্মীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ততক্ষণে ঘরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ইং
১৭ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক

রোহিঙ্গা যেন আতঙ্কের আরেক নাম। প্রায়ই প্রচার চলে, দলে দলে রোহিঙ্গারা ছাইয়ায়ে যাইতেছে ভারতে। মনে হয় আনাচেকানাচে রোহিঙ্গায় ভর্তি হইয়া গিয়েছে। কোটি কোটি রোহিঙ্গা। বাস্তব ছবিটা কী? রোহিঙ্গা কাহারা? আসলে কত সংখ্যায় তাঁহারা ভারতে আছেন? বিশ্বের সর্বাধিক নির্যাতিত রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু ইন্দো-আর্য্য গোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বার্মার সরকার (১৯৮৯ সাল থেকে যে দেশের পরিচয় মায়ানমার নামে) রোহিঙ্গা গোষ্ঠীগুলিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দমনপীড়ন অত্যাচার হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে (বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া) পালিয়ে যেতে বাধ্য করে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএনএইচসি) রিপোর্ট অনুসারে, ২০১২ সাল থেকে ১ লাখ ৬৮ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মায়ানমার থেকে পালাইয়ায়ে গিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা বাংলাদেশের দিকে রওনা হন। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ। বিশেষ করিয়া কক্সবাজার জেলায় বেশ কয়েকটি শিবিরে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়াছে বাংলাদেশ।

২০১৭ সালের অগাস্টের শেষদিকে আরও ১০ লাখ লোক বাংলাদেশে পালাইয়া আসিলে মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহনশীলতা, সহমর্মিতা দেখাইয়াছিল। কিন্তু পরে পিছাইয়া যায়। সেই কারণে বহু রোহিঙ্গা থাইল্যান্ডের দিকে রওনা দেন। থাইল্যান্ডের নৌবাহিনী তাঁহাদের খাবার ও ওষুধ দেয়, কিন্তু নিজেদের এলাকায় ঢুকিতে দেয়নি মালয়েশিয়াও থাইল্যান্ডের মতো রোহিঙ্গাদের ফিরাইয়া দেয়। ইন্দোনেশিয়া ঢোকার সমস্ত পয়েন্ট বন্ধ করিয়া দিলে বহু রোহিঙ্গা শেষমেশ ভারতে পাড়ি জমান ইউএনএইচসি-এর হিসেবে ভারতে ২০,০০০ রোহিঙ্গা আসিয়াছেন। তবে ২০১৭ সালে ভারত সরকারের সর্বশেষ অনুমানে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার মতে সংখ্যাটি ২০-২৫ শতাংশ কমবেশি হইতে পারে। কোনওভাবেই তার বেশি নয়! ভারতে যে রোহিঙ্গারা এখন আছেন, তাঁহারা হয় আগে মায়ানমারে নিপীড়নের শিকার, না হয় বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে চলিয়া আসিয়াছেন। ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে অন্তত ১৬,০০০ রোহিঙ্গা আসিয়াছেন, যাঁহাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা সমস্যায় ভারতীয় কূটনীতি ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উভয় সংকটে ছিল। বাংলাদেশ ও মায়ানমার- দুটি দেশই ভারতের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী। ভারত তাই দুই দেশের সঙ্গে ভারসাম্য রাখিয়া চলছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৭ সালে মায়ানমার সফরে গিয়া রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন নিয়া নীরব ছিলেন। রাখাইনের অবস্থা বা মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যখনই মায়ানমারের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলো কোনও প্রস্তাব আনিয়াছে, ভারত তখনই তার বিরোধিতা করিয়াছে।তবে শেষে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের দাবি মানিয়া রোহিঙ্গা সংকট নিয়া ভারত মুখ খোলে এবং পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ২০১৮ সালে ভারত সরকার এদেশে ঠাঁই নেওয়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পাঠাইতে শুরু করে। কিন্তু রোহিঙ্গা ভয়ে নিজেরাই বাংলাদেশে ফিরে যান। ২০১৮ ও ২০১৯- এই দুই বছরে ১৩০০ থেকে ১৪০০ জন বাংলাদেশে ফিরে গিয়াছেন। যাঁহাদের অনেকের কিন্তু ইউএনএইচসি-এর পরিচয়পত্র ছিল।এখন বিজেপির বদনাত্যয় সারা দেশে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সমার্থক শব্দ হয়ে উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শব্দটি কথায় কথায় ব্যবহার করিলে হিন্দু বাঙালি কিংবা মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে বলিয়াই বিজেপি নেতারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং মুসলমান বিদ্বেষী রাজনৈতিক ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করিতে 'রোহিঙ্গা' বা 'বাংলাদেশি রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করিতেছে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরে র‍্যাশন ও অন্যান্য সুবিধা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বাংলাদেশি এবং বিদেশি মিডিয়া সময় সময় বাংলাদেশের শিবিরে রোহিঙ্গাদের দুরবস্থা তুলিয়া ধরিয়াছে। ফলে ভারতে রোহিঙ্গাদের প্রথম গন্তব্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে ত্রিপুরায় আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগর শহর। এই শহরগুলির বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করিয়া দরিদ্র পাড়া ও বস্তিতে রোহিঙ্গাদের বসবাস। রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থান অসম। অসম এখন দিল্লি, মুম্বই বা কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের করিডর হিসেবেও ব্যবহৃত হইতেছে।

এগিয়ে আসুক যুব সমাজ

বর্তমান বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মানবিকতার ক্ষেত্রের মানুষের ব্যাপক অবনতি হয়েছে। যে কারণে মানুষ মানব ধর্ম হারিয়ে পশুর ধর্মাবলম্বিত হয়েছে। এরফলে আজ মানব সমাজে গড়ে উঠেছে অরণ্যরাজ। অর্থাৎ বৈরী রাজনীতির এক নতুন পরিবেশ। এই পরিবেশে আক্রান্ত মানুষ যেমন হারিয়েছে মান ইজ্জতের ভয়, তেমনি হারিয়েছে মানবতার পরিচয়। পশুর মত মানুষের সমাজে অবাধ অন্যায় আচরণ। নারী নির্যাতন, শিশু কন্যা বা বালিকা ধর্ষণ, খুন, সন্ত্রাস, অপহরণের মতো বৈরী রাজনীতি। নেহরুর শাসনকাল থেকে বর্তমান শাসনকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশ পরিচালনার কথা অতীতে কেউ ভাবেনি। বর্তমানেও কেউ ভাবছে না। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে জাত অজ্ঞাত ছোট বড় সকলেই দলীয় ভিত্তিতে এক দলের মানুষ অন্য আরেক দলের মানুষের বিরুদ্ধে গণবন্টন অধিকারের উপর যেভাবে সংবিধান বিরোধী আচরণ চলছে, এতে মানুষের প্রতি মানুষের যেমন আন্তরিকতা বিচ্ছিন্ন হতে চলছে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিবেশেরও অবনতি হচ্ছে। নির্বাচন মুহূর্তে ভোটের জন্য একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। কার্য্যক্ষেত্রে সকলের ভূমিকা এক। এই রাজনীতি পরিবর্তন করতে হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন করতে হবে। দল পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের লাভহয়নি আর হবেও না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা গণতন্ত্র ও গণবন্টন অধিকারের উপর আঘাত করে, তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু, ধর্মের শত্রু। তারা দেশ পতনের মূল নায়ক। এদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করতে আধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদে প্রতিষ্ঠিত উন্নত চিন্তাশীল মানুষ দ্বারা এই মুহূর্তে একটা আদর্শ সংগঠনের প্রয়োজন। সেই সংগঠনের কথা প্রথম ভাবতে হবে সাধারণ মানুষ। কারণ রাজনীতি হচ্ছে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করার একটা ক্ষেত্রস্থল। এই ক্ষেত্রস্থলে নেতা নির্বাচিত হয় সাধারণ মানুষের ভোটের দ্বারা। এরজন্য ক্ষেতে ভালো ফসল ফলাতে হলে যেমন ভালো কৃষকের প্রয়োজন হয় তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশাসন সঠিখ পথে পরিচালনার জন্য ভালো নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানুষ ছাড়া দল পরিবর্তন সাধারণ মানুষের হয়রানি ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নয়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর বয়সোত্তীর্ণ বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যা দেখা যাচ্ছে তা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। যে ভারতবর্ষ সাধু, মহাপুরুষ বা পরমপুরুষের জন্মভূমি। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির মহারাজদের মতো ধার্মিক নীতিবাদী মানুষের ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের পবিত্রতা ধ্বংস হয়েছে শুধু একমাত্র নৈতিকতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের অভাবে। দেবত্ব পুকুরের মাছ যেমন দেওয়ানা হয়ে যায় সেই মাছ মানুষ খেতে পারে না, তেমনি কেন্দ্র থেকে উন্নয়নের টাকা রাজ্যে আসলে ঘোটালা হয়ে যায়। সেই টাকা সমষ্টিগত উন্নয়নকাজে সার্বিকভাবে ব্যবহার হয় না। কথায় আছে বেল পাকলে কাকের আশা নেই। গাছে যকন বেল পাকে তখন কাঠবিড়াল খায়। কাক চেয়ে থাকে। সেইরূপ পরিস্থিতি চলছে বর্তমানে। যারা নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে তারা কাঠবিড়ালের ভূমিকা পালন করছে। আর যারা নেতৃত্ব তৈরি করছে তারা কাকের ভূমিকায় রয়েছে অর্থাৎ বিড়ালকে শুটকির ভাণ্ড দেখার দায়িত্ব দিলে যা হয়, তা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। বিজ্ঞান উন্নতির পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এইসব ক্ষেত্রে যতোটা উন্নতির প্রয়োজন ছিল ততোটা উন্নয়ন হয়নি। উপযুক্ত নেতৃত্ব দ্বারা উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে মান্ধাতা আমলের নিয়ম নীতিতে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন ক্ষেত্রে মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং অর্থনীতিতে যুগোপযুগ তত্ব প্রাউট অতি দ্রুত বাস্তবমুখী করতে হবে। তা না করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাহীন রাজনৈতিক দলগুলোর আঞ্চলিক দলের লেজ ধরে দিল্লির মসনদ দখল করা এটা সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ নয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট মুহূর্তে একদিকে করোনার আক্রমণ, তাছাড়া টাকা উদ্ধারের নামে সাদা টাকা বাতিল। অন্যদিকে ব্যাংক জালিয়াতি করে বহু দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বৃহৎভাবে ভেঙে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো বা নতুন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত সাহসী, একদল নেতৃত্ব তৈরি হবে। এরজন্য দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে হবে যুব সমাজকে। সেই দৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে প্রাউটিস্ট সর্ব সমাজ সমিতি।

হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা।

নাগরিক নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে অমৃতকালের ভারত

প্রবীর মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতার উপলক্ষ্য সামনে এলেই মনে পড়ে যায় ১৮৫৭ সালের এক বছরের দেশব্যাপী সেই মহাসংগ্রামের রক্তরাঙা ইতিহাস। তাতিয়া তোপি, লক্ষ্মীবাইয়ের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের কাহিনি। প্রফুল্ল চাকি ক্ষুদিরামের কথা। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বুড়িবালামের তীরে এক অসম যুদ্ধে বাঘা যতীনের আত্মদানের গা শিউরে ওঠা বর্ণনা। ইংরেজ শাসকের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘেরা প্রাঙ্গনে নৃশংস গণহত্যাকাণ্ডের পৈশাচিকতা। তারপর স্মরণ করতে থাকি কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং ঠাকুর আর আসফাক উল্লার ফাঁসির দড়িকে আবাহন কাহিনি। স্মৃতির ক্যানভাসে দেখতে পাই চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং-দের স্বপ্নিল সংগ্রাম, সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনকে জানানো চুনোতি, বাঘের ডেরায় প্রীতিলতার হানা, বিনয় বাদল দীনেশের প্রত্যক্ষ বিবাদী সঙ্ঘর্ষ।

সত্যি সত্যিই যাঁরা ব্রিটিশ তাড়ানোর জন্য লড়াই করেছিলেন, তাঁরা ১৯৩০ সালের পর থেকে ২৬ জানুয়ারিকেই স্বাধীনতা দিবস বলে মেনে এসেছেন। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারও তো ওই দিনটাকেই স্বাধীনতা দিবস বলে পালন করেছিল। তাহলে ১৫ আগস্ট কেন স্বাধীনতা দিবস হল, পরে ২৬ জানুয়ারিকে কেন প্রজাতন্ত্র দিবসের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হল? কী ১৫ আগস্ট তারিখটার বিশেষ তাৎপর্য। উত্তরটা জেনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ দিনটা ঠিক করে দিয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। "কারণ ওইটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে জাপানিদের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিন।" রামচন্দ্র গুহ তাঁর "গাঁধী-উত্তর ভারতবর্ষ" বইতে এ কথা লিখে আরও জনিয়েছেন, "অনেকে চেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখেই ক্ষমতা হস্তান্তর হোক, কিন্তু মাউন্টব্যাটেন নিজে এবং যাঁরা ক্ষমতায় আসনে বসবার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা দেরি করতে চাননি।" স্বাধীন-পরাধীনে কী মধুর সমঝোতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাউন্টব্যাটেন ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম অ্যালায়েড কমান্ডার। হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার সামরিক কৃতিত্বের দুর্লভ ভাগীদার। তিনি যদিও আসল কাজটা করেছিল আমেরিকানরা। তাঁর শখ, ভারতের স্বাধীনতার দিনটি তরি এই ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্মারক হয়ে থাকুক। অবাক কাণ্ড। যাঁরা স্বাধীনতা পেলেন, তাঁর মাউন্টব্যাটেনের এই শখ মেটানোয় সামিল হলেন। একটু দুষ্টুমি করে রামচন্দ্র গুহ জানিয়েছেন, ১৫ আগস্ট নাকি জ্যোতিষ মতে শুভ ছিল না, তাই ঠিক হয়, ১৪ আগস্ট থেকেই উৎসব অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে। একদিন বাড়তি উৎসব পাওনা হলে মন্দ কী।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারত আসলে স্বাধীনতা পায়নি। পেয়েছিল কমনওয়েলথের অধীনে ডোমিনিয়ন মর্যাদা। তখনও রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান। স্বাধীনতা ভারত পেয়েছিল ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি, যখন সংবিধান গৃহীত হল। তখন ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া হয়ে উঠল রিপাবলিক অব ইন্ডিয়া। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়ার ক্ষমতার আসনে বসবার জন্য যাঁরা প্রস্তুত হয়ে ছিলেন তাঁরা কারা? গান্ধি তাঁদের ধারেকাছে ছিলেন না। ১৫ আগস্টকে যখন স্বাধীনতা দিবস হিসেবে নির্বাচন করা হল, গান্ধি বলেছিলেন, ওই দিনটা আমি নোয়াখালিতে কাটাব। তার আগে, আগস্টের গোড়ায় তিনি শ্রীনগর গেলেন। জম্মু-কাশ্মির তখন রাজা হরি সিংহের খাস তালুক। কাশ্মির কি ভারতে আসবে। নাকি পাকিস্তানে যাবে? নাকি স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকবে? গান্ধিজির স্পষ্ট উত্তর। "সেটা কাশ্মিরিরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্থির করবে।" সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। ৬ তারিখে গেলেন লাহোর। তারপর ১১ আগস্ট এলেন দাঙ্গা-দীর্ণ কলকাতায়। সেখানকার অবস্থা দেখে বললেন, নোয়াখালি নয়, আমি থাকব কলকাতায়, যতদিন না "ভারতের এই সর্বগ্রগণ্য শহর তার পাগলামি ছেড়ে প্রকৃতিস্থ হচ্ছে।" ১৩ আগস্ট থেকে রইলেন বেলেঘাটায়। ১৪ তারিখ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ কী ধবনের ধুমধাম হবে। উত্তরে গান্ধি বলেছিলেন, "চতুর্দিকে লোকে না খেতে পেয়ে মরছে। এই ভয়াবহ দুর্দশার মাঝখানে আপনি উৎসবের আয়োজন করতে চান?" ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তাঁর কাছে বাণী চাইলে জাতির জনক বললেন, "আমার ভাঁড়ার নিঃশেষ হয়ে গেছে।" বিবিসি থেকে বারবার তাঁর কাছে মিনতি আসে কিছু বলবার জন্য; বারবারই তিনি ফিরিয়ে দেন। শেষে বিরক্ত হয়ে তাঁর সচিবকে বলেছিলেন, "ওদের বলে দাও, আমি ইংরাজি ভুলে গেছি।"

এ তো ভারী বিচিত্র স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যখন নিখুঁত অ্যাকসেন্টে "ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি"র মহলা দিচ্ছেন, তখন "আতির জনক" বলছেন, আমি ইংরাজি ভুলে গেছি। আমার বাণীর ভাণ্ডার শেষ। গান্ধির সেই না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর অন্ধকারকে তোয়াক্কা না-করে প্রচুর ধুমধামের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হল ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। দিল্লি সহ সারা ভারত, কলকাতা সমেত, সেজে উঠল। কলকাতায় উড়ল অজস্র পতাকা। তারপরই আবার লাগল দাঙ্গা। আবার অনশনে বসলেন গান্ধিজি। রাজ্যপাল রাজাগোপালচারি তাঁকে বললেন, কতকগুলো গুণ্ডার বিরুদ্ধে আপনি অনশনে বসছেন? উত্তরে গান্ধির উক্তি অমর হয়ে রয়েছে, "ওদের গুণ্ডা বানাই আমরাই।" সবচেয়ে অবাক লাগে, এতবড় একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল যেন দাবা খেলতে খেলতে। ২৮ মে ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন লন্ডনে দুটো রেডিও ভাষণ রেকর্ড করে রেখে দিলেন। পাঞ্জাব আর বাংলা দুটোই যদি ভাগ হয়ে যায়, তাহলে ভাষণ "এ" প্রচারিত হবে। আর যদি বাংলা ভাগ না হয়, তাহলে প্রচারিত হবে ভাষণ "বি"। ৩০ মে তিনি ভারতে এলেন। নেহরু আর প্যাটেল তাঁকে জানালেন, তাঁরা বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছেন। সুতরাং ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন সাহেবের পূর্ব রেকর্ডিত ভাষণ "এ" সম্প্রচারিত হল। শুনে গান্ধিজি রেগে আগুন। কেউ তো তাঁকে জানায়নি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেছে। নেতাদের মধ্যে গান্ধিজি, খান আবদুল গফফর খান, জয়প্রকাশ নারায়ণ আর রাম মনোহর লোহিয়া ছাড়া আর কেউ দেশভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রা কাড়েননি। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ তো নাওয়াখাওয়া ভুলে বাংলা ভাগের দাবি তুললেন। এমনকী আমাদের সাধের কমিউনিস্ট পার্টিও। গান্ধিজির আপস-ভরা জীবনের চরমতম আপসটি এবার অনুষ্ঠিত হল। রাগ পড়ে এলে তিনি বললেন, যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন বরং দেখা যাক, ব্রিটিশদের বাদ দিয়ে কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা যায়। আশ্চর্য। তাঁর এতদিনকার জো-হুজুর ভক্তরা তাতেও গররাজি। ব্রিটিশদের বাদ দিয়ে নয়, তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই দেশভাগ সুসম্পন্ন করবে। ক্ষমতার সিংহাসনটা তখন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। জাতির জনককে নিয়ে আবেগ ফলানোর সময় কোথায়। ফলে মাউন্টব্যাটেন তাঁর "সাধের ব্যাটন" পছন্দমতো হাতেই তুলে দিলেন। চিরকালের মতো শান্তি বিদায় নিল এই উপমহাদেশ থেকে।

এদিকে দেখতে দেখতে সাড়ে চার দশক অতিক্রান্ত। সেই গণ্ডিত দেশে একটা প্রজন্ম যখন জন্ম নিচ্ছে, বা নেবে নেবে করছে, তখন একটা মসজিদ উপড়ে দেওয়া হল মাটি থেকে, যার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতে থেকে যাবে পরের দুই থেকে তিনটি দশক। যখন তারা জন্মে গেছে, হামাগুড়ি দেবে বলে ঠিক করছে, তখন গ্যাট চুক্তি সাক্ষর হয়ে গেল, অর্থনীতির সঙ্গে পালটাতে শুরু করল সমাজছক। নয়ের দশকের এই দুই বদল আত্মস্থ করতে সময় লেগেছিল ভারতবাসীর, অন্তত শূন্য দশকের শুরু অবধি। আর মিলেনিয়াল প্রজন্মর সে অর্থে জ্ঞানগম্যিই হল তখন, ফলে তারা চিনতেই শুরু করল সেই বিশ্বায়িত, ক্রিকেটসর্বস্ব, মিশন কাশ্মির-এর ভারত, কার্গিল, ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর এবং গুজরাত গণহত্যার ভারত। নয়ের দশকের শেষ বা প্রথম দশকের গোড়ার। ১৯৯৭ সালে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর, এবং নেতাজির শতবর্ষ। অর্ধশতক পেরিয়ে আসা একটা স্বাধীন দেশ তখনও হজম করছিল ভারত নামের একটি মণ্ডকে, যে ভারত মুক্ত, ধ্বস্ত, বিভক্ত, রক্তাক্ত। মুখার্জি কমিশন থেকে গুমনামি বাবা, বালক ব্রহ্মচারী হয়ে নেতাজির অন্তর্ধান তখন মিথ এবং আশা বেদনার এক অন্য সমষ্টিগত অচেতনের দ্যোতক, যেখানে ব্যাক্তি নেতাজির থেকেও বেশি জরুরি ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা, এক অন্য স্বাধীনতার আখ্যান হারিয়ে যাওয়ার মর্মযন্ত্রণা। শুধু এই সালটিকে ভরকেন্দ্র করলে বোঝা যাবে, ইয়ে আজাদি কুটা হ্যায়, দেশভাগ, কলোনির চাপা রক্তচাপ, শরণার্থীর ঢেউ, গান্ধিহত্যা থেকে খাদ্য আন্দোলন, জরুরি অবস্থা থেকে নকশাল অভ্যুত্থান, ইন্দিরা-রাজীব হত্যা থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্রোত এই নানা প্রতিতরঙ্গের ভেতর দিয়ে নতুন দেশের চেতনা তখনও প্রোথিত ছিল। সেই নতুন দেশ খুব তাড়াতাড়ি পুরনো হলো। বহু বছরের প্রতিবেশীর শত্রুতা, দাঙ্গা, ধর্মীয় বিশ্বাসঘাত এবং সন্ত্রাসের কাডানাকাড়ায় আন্দোলিত হল মূলধারার গণমাধ্যম। এবং একটা প্রজন্ম বড় হল মূলত রাজনীতির ঘাঁতঘোঁত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে, একটু একটু দেশপ্রেম, অনেকটা নব্য পুঁজির আকর্ষণ নিয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে, একরাশ চয়েজ এবং নিত নতুন "নিও লিবারাল" পণ্যমুখরতায় বাঁচতে বাঁচতে হঠাৎ আওয়াজ তোলা'-র অঙ্গীকার করতে শিখল এই প্রজন্মই। ২০১২ সালটা খুব জরুরি ছিল এইদিক থেকে। নির্ভয়ার ধর্ষণকাণ্ড সেই প্রথম ঝড় তুলল দেশের মহাতারকাদের নিজস্ব ব্লগে। অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্লগে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের দাবি তুললেন ধর্ষকদের। রাজধানীর রাস্তা স্তব্ধ হয়ে গেল তরুণদের ভিড়ে।

সরকার-বিরোধিতার ব্যাপক ঢেউ উঠছে সে-সময়। সেই একই সময় লোকপাল বিল আন্দোলনেরও। আন্না হাজারে তখন নতুন গান্ধি। কেজরিওয়াল থেকে প্রশান্ত ভূষণ হয়ে বামদেব, কে না ছিলেন সেই রেড কার্পেট পাতা দুর্নীতিবিরোধী জেহাদে। এসএমএস বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া চলল এই সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে। এবং যা খুব আগ্রহব্যঞ্জক, এর বেশ কিছু বছর আগে দেশ কাঁপিয়েছিল তাজ-ওবেরয়ের ভয়াবহ সন্ত্রাস। সেই সময় অরাজনৈতিক তারুণ্য ফুঁসছিল সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের ভাষ্য তখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু ভাষ্য ঢাকা পড়ে মোমবাতি মিছিলে। রাজকুমার গুপ্তার জরুরি ছবি নো ওয়ান কিলড জেসিকা চিনিয়ে দিয়েছিল মোমবাতি হাতে নীরব প্রতিবাদে সামিল হওয়া সেই প্রজন্মকে। তারা জানত, দীর্ঘদিন স্বাধীন হয়ে যাওয়া দেশের সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। থিতু থাকার সময় নেই। কেন তারা এমন ভাবছে? দু-একটি ঘটনায় মাত্র? না। এই শতকের নির্মমতম, ভয়াবহতম বিসেশনের ধাক্কাও ততদিনে লেগেছে। ওয়াল স্ট্রিটে দেখা যাচ্ছে আলতো চিড়। ফলে গোলকায়নের দেখানো স্বপ্ন বিপন্নতার মুখে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে তখন। সেই সময় স্বাধীন দেশের অন্যতম শিউরে দেওয়া ধর্ষণ, টুজি-কমনওয়েলথ-এর মতো। মারাত্মক দুর্নীতির বদ হাওয়া এই প্রজন্মকে বিরক্ত ভাবিত করছে। বিব্রত করছে। কী করবে তখন তারা? তারা ওই গোলকায়নের দেখানো পথেই প্রতিবাদ করবে। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠবেই, বোফর্স যখন ঘটেছিল, তহেলকার হাত ধরে বঙ্গারু লক্ষ্মণকে যখন প্রকাশ কেন ঘুষ নিতে দেখা গেল, তখন এমনটা হল না কেন। কারণ, তখনও দেশ ছিল একটি সামগ্রিক স্বপ্নের আঁতুড়। দেশ যখন গ্লোবাল ভিলেজের টুকরোমাত্র, তখন কীভাবে সেই স্বপ্নের বুনন ঘটবে? সেই স্বপ্ন ততদিনে মিশে গেছে ধূসরতায়। আর এখান থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হল আজকের "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব-এর প্লট। নতুন দেশ, নতুন ভারতের আখ্যান স্বাধীনতার পর থেকে তৈরি করার দরকারই হয়নি। কারণ এক শতাব্দীরও কম বয়সি স্বাধীন দেশ তখনও বৃদ্ধ, বস্তাপচা হয়নি একচুলও। এবার সেই দেশের হাড়পাঁজর, কোঁচকানো চামড়া নিয়ে সচেতন হয়ে পড়ল নতুন প্রজন্ম। তারা চাইছিল, স্বাধীন ভারতের এক অন এতর চেহারা। আচ্ছে দিন"এর ভারত যা তুলে ধরল। বিদ্বেষ নির্মাণ, শত্রুপক্ষ নির্মাণের তৎপরবর্তী গতিবাঁক নিয়ে কিছু বলবে না এই লেখা, কারণ তা এখনও দৃশ্যের জন্ম হওয়ার পর্যায়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্ত, আইটি সেলের নিরন্তর চলচ্ছবি যে জঙ্গি-ভারতের নির্মাণে হাত লাগাল, স্বাধীনতার মেরামতের নাম করে ইতিহাসের গঠনতন্ত্রে যে অবনির্মাণ ঘটাল, তা স্বাধীনতা দিবসের দিন মাইক বাজানো, ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ এবং রক্তদান শিবিরের। চেয়ে বৃহত্তর। সেজন্যই হর ঘর তিরঙ্গা প্রকল্পে কর্পোরেট সংস্থা সেলস টার্গেট স্থির করে দেয়। অন্তত দশটা করে পতাকা না বেচলে চাকরি যাওয়ার ভয় আছে যার, সে কি উমর খলিদ থেকে ভারভারা রাও, কাউকে তার কমরেড বলে ভাববে? সে জানে, নতুন ভারতে রোবট হতে হবে।

নেহরুকে নাকি কোনও এক কিশোর স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই আঙুল তুলে প্রশ্ন করেছিল, আপনি যে বলেছিলেন, স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, কী হল সেই প্রতিশ্রুতির। নেহরু তার চোখে চোখ রেখে বলেন, গণতন্ত্র আছে বলেই একজন কিশোর। প্রধানমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করতে পারে। এই উন্নাসিকতার মূলে ছিল গণতন্ত্রের অহমিকা। আজ সেই অহমিকা শূন্যগর্ভকামানের গোলামাত্র। আজ গণতন্ত্র কতটা তামাশার, তা সেই কিশোরও জানে। আজ প্রধানমন্ত্রীও জানেন, ওই আঙুল তাঁর দিকে ওঠার আগেই দাফন হয়ে যাবে নিমেষেই।

সেদিন উইনস্টন চার্চিলের শিকারসন্ধানী সাম্রাজ্যবাদী শ্যেনচক্ষু সত্যিই কিছু ভুল দেখেনি। তার প্রমাণ তাঁর আরও একটি উক্তি। "ব্রাহ্মণদের হাতে ভারতের শাসন ছেড়ে দিয়ে চলে আসাটা নিষ্ঠুর নির্লজ্জ অবহেলার কাজ হবে। এইসব ব্রাহ্মণরা মুখে পাশ্চাত্য উদারনীতিবাদের বুলি আওড়ায়, ভান করে যেন এরা দর্শনগুচ্ছ গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ, কিন্তু এরাই তো বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে প্রায় ষাট কোটি সহ-দেশবাসীকে, যাদের এরা বলে 'অচ্ছ্যুৎ'। হাজার বছরের নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের এরা শিখিয়েছে এই দুঃসহ দশাটা মেনে নিতে।.."

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লিভার পরিষ্কার করার জন্য হারবাল পণ্য কি আসলেই কাজ করে?

মরিয়ম সুলতানা

লিভার ডিটক্স বা "পরিষ্কারের" জন্য বাজারে নানা ধরনের হারবাল পণ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকলেই চোখে পড়ে এসব পণ্যের অসংখ্য বিজ্ঞাপন। বিটরুট, আমলকি কিংবা হলুদের গুঁড়াকে লিভার পরিষ্কার বা "ডিটক্স" করার মহৌষধ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অনলাইনে চলছে এসব পণ্যের হরদম বিক্রি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে হারবাল বা প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার নতুন কোনও বিষয় নয়। আদিকাল থেকেই ওষুধে নানা প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এ সব পণ্যের বিক্রিবাট্টা চলছে, তাতে চিকিৎসক থেকে শুরু করে পুষ্টিবিদ, এমনকি হারবাল পণ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান। হারবাল পণ্য কি আসলেই শরীরের টক্সিন ছেঁকে ফেলতে সক্ষম? নাকি এসব হারবাল পণ্য সেবন শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ? সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

নিজেই নিজেকে পরিষ্কার রাখে লিভার! লিভার ডিটক্সিফিকেশন বলতে বোঝানো হয় এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে লিভারকে বিভিন্ন খাদ্য, ভেষজ উপাদান বা ডায়েটের মাধ্যমে "পরিষ্কার" করা হয়। অর্থাৎ, নানা হারবাল পণ্য, জুস বা সাপ্লিমেন্ট দ্বারা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দেয়া হয়।

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, লিভার নিজেই প্রতিদিন শরীর থেকে টক্সিন ছেঁকে ফেলে। একজন সুস্থ মানুষের আলাদাভাবে লিভার ডিটক্স করার প্রয়োজন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স মেডিসিনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির হেপাটোলজিস্ট ড. টিনস্যে ওরেটো লিখেছেন, 'লিভার শরীরের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থকে বর্জ্যে রূপান্তর করে, রক্ত পরিষ্কার করে এবং পুষ্টি উপাদান ও ওষুধকে বিপাকের মাধ্যমে এমন কিছু প্রোটিনে পরিণত করে যা শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজারে এমন বহু পণ্য এসেছে, যেগুলো লিভার "ডিটক্স" বা "পরিষ্কার" করার দাবি করে। কেউ বলে সপ্তাহান্তে অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়ার পর এগুলো লিভার পরিষ্কার করতে পারে। কেউ বলে প্রতিদিনকার লিভার ফাংশন ঠিক রাখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত লিভারকে মেরামত করার জন্য ওইসব পণ্য উপকারী, বলছিলেন তিনি। ড. টিনস্যে ওরেটা এ বিষয়টিকে 'প্রচলিত ভুল ধারণা' হিসাবে সঙ্গায়িত করেছেন। তার মতে, লিভার ডিটক্সের নামে যেগুলো বিক্রি করা হচ্ছে, সেগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। ফলে সেগুলো মানসম্মত নয়। বাংলাদেশের ল্যাবএইড হাসপাতালের পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমও এ বিষয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'লিভার মানবদেহের একটি স্বয়ংক্রিয় ও অত্যন্ত দক্ষ ডিটক্সিফিকেশন অঙ্গ। যা প্রাকৃতিকভাবে শরীর থেকে টক্সিন ও বিপাকীয় বর্জ্য নিরবিচ্ছিন্নে বের করে দেয়।'

'সাধারণত লিভার নিজের কাজ নিজেই করতে সক্ষম, যদি না এটি দীর্ঘমেয়াদে অ্যালকোহল গ্রহণ, ভাইরাল সংক্রমণ বা অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' লিভার ডিটক্স পণ্য নিয়ে আপত্তি যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে হারবাল উপাদানের ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় হয়। মিজ তানসিমের ভাষায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে হারবাল উপাদান ব্যবহৃত হয় তখনই, যখন তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় কার্যকর ও নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়।

'অ্যাসপিরিন, মেটফর্মিন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে উদ্ভূত হলেও এগুলো গবেষণা ও পরীক্ষিত। তবে বাজারে প্রচলিত হারবাল পণ্যে আপত্তির কারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব। অধিকাংশ ডিটক্স পণ্য কেবল লোকজ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি।' তিনি আরও বলেন, 'নির্দিষ্ট ডোজ, বিশুদ্ধতা, বা নিরাপত্তা যাচাই ছাড়াই এগুলো বিক্রি হয়। অনেক উপাদান অঙ্গপ্রতঙ্গের ক্ষতি করতে পারে ও ওষুধের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে।'

তার বক্তব্য, হারবাল উপাদানের ব্যবহারে আপত্তি নয়। আপত্তি হলো অবৈজ্ঞানিক, অপ্রমাণিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হারবাল পণ্যকে চিকিৎসার সমমানের হিসেবে দেখা বিপজ্জনক।' যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) তথ্য বলছে, হারবাল ওষুধ অন্য ওষুধের সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে এবং এগুলোর বিভিন্ন নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে।

এদিকে, এ বিষয়ে বিবিসি বাংলা'র কথা হয় হামদর্দ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ইউনানী মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খানের সাথেও। তিনিও বলছিলেন যে যেভাবে লিভার ডিটক্স-এর নামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। 'আপনি যখন ওষুধ হিসাবে কোনও হারবাল পণ্য ব্যবহার করবেন, তার নির্দিষ্ট ডোজ থাকতে হবে। সেগুলোর কোয়ালিটি ঠিকঠাক থাকতে হবে। ইচ্ছামতো একটা ভেষজ উপাদান-মেডিসিনের সাবসট্যান্স ব্যবহার করলেই যে কাজ হবে, বিষয়টা তা না।'

'নির্দিষ্ট ডোজের বাইরে যে কোনও কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন ক্ষতিকর,' বলেন তিনি।

হারবাল পণ্য কখন উপকারী- জন্স হপকিন্স মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, লিভার ও পিত্তথলির রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ মিল্ক থিসল অনেকসময় লিভারের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং হলুদের নির্যাস লিভারকে ক্ষত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কিন্তু এসব উপাদানের নিয়মিত ব্যবহারকে এখন পর্যন্ত কোনও গবেষণায়ই সুপারিশ করা হয়নি। হারবাল পণ্য কিংবা মসলা জাতীয় কিছু খাবার, যেমন হলুদ, আদা, রসুন, গ্রিন টি ইত্যাদিতে অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট উপাদান থাকে, যা লিভারের কার্যপ্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে।' মৃদু, বলছিলেন পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমও। তিনি বলেন যে ওগুলো লিভার সম্পূর্ণ ডিটক্সিফিকেশনের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য নয়।

ড. মো. মনিরুজ্জামান খানের মতে, ওষুধি উপাদান সমৃদ্ধ যেকোনও উদ্ভিদ নির্দিষ্ট ডোজ মেনে এবং এই বিষয়ে যারা পড়াশুনা করেছে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা উচিত।

'বিটরুটে আয়রণ আছে। শরীরের রক্তস্বল্পতা দূর করার জন্য এটা ব্যবহার করে। এনার্জি লেভেল বাড়ানোর জন্যও কাজ করে। কিন্তু এগুলো কি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রসেস করা হচ্ছে?' প্রশ্ন তার।

'এগুলোকে ড্রাই পাউডার করে বাজারে মার্কেটিং করতেছে। যখন এগুলো কাটা হলো, কেটে শুকানো হলো, সঠিক টেম্পারেচারে যদি এগুলোকে না শুকানো হয়, তখন তো এগুলোয় ফাঙ্গাস জন্মাতে পারে। যেখানে পাউডার হচ্ছে, সেখানেও ধুলাবালি থাকতে পারে।'

এসব কারণে কেবল 'কোয়ালিটি কন্ট্রোলের মাধ্যমেই' এগুলো ব্যবহার করা উচিৎ। তিনি জানান, সঠিক ডোজে এবং ভালো মানসম্পন্ন কিছু উপাদান লিভারের জন্য ভালো।

'যেমন, গোলাপ ফুলের পাপড়ি। কালো মেঘ নামক একটি প্লান্ট লিভার ডিটক্সিফিকেশনের জন্য ভালো। ভুঁই আমলা আছে। এগুলোর বিষয়ে গবেষণা আছে। এগুলোর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও আছে। এগুলো শুধু লিভার না, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো,' বলছিলেন তিনি।

লিভারকে ভালো রাখতে যা খাবেন পুষ্টিবিদ তাসনিম মনে করেন, লিভারকে ভালো রাখতে হলে জীবনধারায় পরিবর্তন আনতে হবে।

'কারণ অতিরিক্ত ওজন লিভারে চর্বি জমার কারণ হতে পারে, যা লিভারের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে এবং বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে। তাই, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ, ক্যালোরি চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা লিভারকে ভালো রাখার জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে যেসব খাবারে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, সেগুলোর নিয়মিত খাওয়া দরকার।'

'শুধুমাত্র হারবাল পণ্য বা ডিটক্স ডায়েটের উপর নির্ভর করলে কার্যকর ডিটক্সিফিকেশন সম্ভব নয়' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দীর্ঘমেয়াদী বা অত্যন্ত সীমিত ক্যালোরিযুক্ত ডায়েট স্বাস্থ্যহানিকর হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।' তাই, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত ব্যায়াম, অ্যালকোহল থেকে বিরত থাকা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণই লিভার সুস্থ রাখার সবচেয়ে কার্য্যকর উপায়।

জন্স হপকিন্সের হেপাটোলজিস্ট ড. টিনস্যে ওরেটাও বলেন যে লিভারের সুরক্ষায় অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মাদক ব্যবহার করা যাবে না।

লিভারের সমস্যা থেকে বাঁচতে অতিরিক্ত মদ্যপান বা অতিভোজন না করে 'কম খাওয়া ও সংযমী জীবনযাপন' করার পরামর্শ দিয়েছেন ড. টিনস্যে ওরেটো। কারণ, 'কোনও গবেষণায় প্রমাণ হয়নি যে এসব "ক্লিনজ" বা "ডিটক্স" পণ্য লিভারের ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারে।' একাধিক সঙ্গীর সঙ্গে অরক্ষিত যৌন সম্পর্ককেও নিরুৎসাহিত করেছেন তিনি, যাতে করে হেপাটাইটিসের সংক্রমণ থেকে লিভারকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর:পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কেন্দ্র সরকারের তরফে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কৃষি খাতের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার সময় তিনি এই বার্তা দেন।

মন্ত্রী চৌহান জানান, পাঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন এবং খুব শীঘ্রই তিনি নিজে রাজ্যের বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন। তিনি বলেন, “ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থাকতে আমি সরাসরি এলাকাগুলো পরিদর্শন করব এবং পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র দেখে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য নিশ্চিত করব।”

সরকারি তথ্যমতে, ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই বন্যায় এখনো পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং ১২টি জেলার বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে সীমান্তবর্তী পাঠানকোট জেলায়। এছাড়া এখনও ৩ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জালন্ধর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ২.৪৬ লক্ষ মানুষ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যার মধ্যে শুধু গুরুদাসপুর জেলাতেই ১.৪৫ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত। এখন পর্যন্ত ১৫,৬০০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যাপক বর্ষণে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়াবিদ পুনীত কৌর কিংরা জানিয়েছেন, চলতি বর্ষায় পাঞ্জাবে গত ৫৫ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। হাজার হাজার একর চাষের জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে, এবং শত শত গবাদি পশুও মারা গেছে। ঘগ্গর, টাংরি ও মার্কান্ডা নদীর জল উপচে পড়া এবং রোপড় থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে অমৃতসর, ফাজিলকা, ফিরোজপুর, পাঠানকোট, হোশিয়ারপুর, কপুরথলা, তরণতারণ, পটিয়ালা ও জালন্ধর জেলার বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান একে রাজ্যের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা বলে অভিহিত করে বলেছেন, “এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে।” রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিতভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সচেষ্ট বলে জানা গেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি ও উদ্যানপালন খাতের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি এবং জলাধারগুলির অবস্থাও খতিয়ে দেখেন। পাঞ্জাবে কৃষির উপর বন্যার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতি ভারত: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

চেন্নাই, ২ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ চেন্নাইয়ে সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক-এর ১২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, “ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং তা স্থিতিশীল গতিতেই এগিয়ে চলেছে।” তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিক আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন লাভ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি জানান, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্কিং খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রশংসা করে বলেন, “নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে ব্যবধান দূর করতে সরকার সফলভাবে এগোচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “আজ মোবাইলে একটি বোতাম চাপলেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া যায়। ফলে ব্যাংকে দীর্ঘ লাইন দেওয়ার যুগ প্রায় শেষ।” রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, আজ দেশের ৫৬ কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং এর ফলে প্রত্যন্ত ও আধা-শহরাঞ্চলে বসবাসকারী গরিব মানুষ সরাসরি সরকারি সুবিধা পাচ্ছে নমধ্যস্বত্বভোগীদের প্রয়োজন হচ্ছে না।তিনি কৃষক ভর্তুকি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, মাইক্রো লোন এবং বিমা পরিষেবার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, “যদিও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধা অনেক, তবু মানুষের সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন প্রতারণার আশঙ্কা।”

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, চলতি অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত রয়েছে।” অর্থমন্ত্রী বলেন, ১৮ বছর পর আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা ছন্দ্রুঞ্জ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সার্বভৌম ঋণ রেটিং মূল্যায়ন করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের প্রমাণ।তিনি আরও জানান, “বেসরকারি ব্যাংকগুলো দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।” জুলাই মাসে দেশের মূল্যস্ফীতি ৮ বছরে সর্বনিম্ন ১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে এবং আর্থিক ঘাটতি ৯.২ শতাংশ থেকে কমে ৪.৪ শতাংশে পৌঁছেছে বলেও তিনি জানান।তিনি জানান, ইপিএফও ২২ লক্ষ নতুন সদস্য নিবন্ধন করেছে। জনধন প্রকল্প-এর অধীনে খোলা অ্যাকাউন্টের মধ্যে ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ ও আধা-শহুরে অঞ্চলের এবং ৫৬ শতাংশ মহিলাদের নামে।রাষ্ট্রপতি ও অর্থমন্ত্রীর ভাষণে উঠে এসেছে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং, এবং নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও কার্যকরী পদক্ষেপের কথা।

বিহার রাজ্য জীবিকা নিধি সাখ সহকারী সংঘ লিমিটেড-এর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি/পাটনা, ২ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে *বিহার রাজ্য জীবিকা নিধি সাখ সহকারী সংঘ লিমিটেড* -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *জীবিকা* প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিটি সদস্যদের সহজ শর্তে এবং সাশ্রয়ী সুদের হারে ঋণ প্রদান করা হবে। জীবিকার সমস্ত নথিভুক্ত ক্লাস্টার-স্তরের ফেডারেশন এই সংঘের সদস্য হিসেবে যুক্ত হবে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য বিহার সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ১০৫ কোটি টাকা সরাসরি জীবিকা নিধির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তারা এখন আরও সহজে আর্থিক সহায়তা পাবেন।” তিনি বলেন, এই অর্থ সাহায্য তাঁদের ছোট ব্যবসা গড়ে তোলার ও সম্প্রসারণের জন্য সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, “ভারতের উন্নয়ন মূলত নির্ভর করে আমাদের নারীদের ক্ষমতায়নের উপর। আর নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে তাঁদের জীবনের সমস্ত ধরণের বাধা দূর করতে হবে।”

তিনি ‘লক্ষপতি দিদি’, ‘ড্রোন দিদি’ ও ‘ব্যাঙ্ক সখি’-র মতো বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, “সরকার মহিলাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ধরণের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে।”

উল্লেখ্য, এই প্রকল্প বিহারের গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এর ফলে আত্মনির্ভর নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনি রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সুদানের দারফুরে ভয়াবহ ভূমিধস মৃতের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি

খার্তুম, ২ সেপ্টেম্বর: সুদানের পশ্চিম দারফুর অঞ্চলের মাররা পর্বতমালায় এক ভয়াবহ ভূমিধসে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠী সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট জানিয়েছে, টারাসিন নামের একটি সম্পূর্ণ পর্বতগ্রাম ভূমিধসে সমতলে মিশে গেছে। প্রাণে বেঁচে গেছেন মাত্র একজন।

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের পর একাধিক দিনের ভারী বৃষ্টির জেরে এই দুর্যোগের সৃষ্টি হয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুর্ঘটনায় পুরো গ্রামের বাসিন্দাদের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, যাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। ওই অঞ্চলটি মূলত সাইট্রাস ফল উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল।

এসএলএম এই ভূমিধসকে “মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক” হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং বলেছে যে পুরো একটি জনপদ মাটির নিচে চাপা পড়েছে। গোষ্ঠীটি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছে, যাতে মৃতদেহ উদ্ধার ও মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা যায়।তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সুদানে ২০২৩ সাল থেকে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস -এর মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের কারণে, এই দুর্গত এলাকা এখন আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলোর জন্য কার্যত প্রবেশযোগ্য নয়। ফলে উদ্ধার কাজেও মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে মানবিক সংস্থাগুলি এই বিপর্যয়ের পর দারফুরে পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহলের তরফে উল্লেখযোগ্য কোনও সহায়তা পৌঁছায়নি।

জামিয়ত প্রধানকে তীব্র আক্রমণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, ”অহংকার” থাকলে জেলের হুঁশিয়ারি

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার রাজ্য সফরে আসা জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মাদানির আচরণকে ”অহংকারী” বলে আখ্যা দেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “বেশি চালাকি করলে জেলে পাঠাবো।”

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শর্মা প্রশ্ন তোলেন, “মাদানি কি ঈশ্বর? ওনার অহংকার কংগ্রেসের উপর নির্ভর করে; কংগ্রেস না থাকলে তাঁর কোনো মূল্য নেই।”মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক দিক স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যেখানে মাদানির প্রভাবকে বিরোধী কংগ্রেসের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “আমি মুখ্যমন্ত্রী, মাদানি নন। ওনাকে আমি ভয় পাই না, কেয়ারও করি না। উনি উচ্ছেদস্থল পরিদর্শন করেছেন, দেখেছেন কী হয় যখন কেউ বেআইনিভাবে জমি দখলের চেষ্টা করে। এবার আর চিন্তা করে কথা বলবেন। বিজেপি কাউকে ভয় পায় নাভিজিআর বা পিজিআর জমি দখলের চেষ্টা করলে, উচ্ছেদ হবেই।”এর আগে, মাওলানা মাহমুদ মাদানি এক প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, “আমি গতকাল থেকে এখানে আছি। উনি চাইলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠাতে পারেন। উনি শুধু আমাকেই নয়, যেকোনো মুসলিমকেই বাংলাদেশে পাঠাতে চান। আমার পিতা ও পিতামহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কারাবরণ করেছেন, অথচ এখন তাঁদের বংশধরদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বলতে চাই, যারা সমাজে ঘৃণা ছড়ায়, তাদেরই পাকিস্তানে পাঠানো উচিত। কেন তারা এই সুন্দর, ঐতিহাসিক দেশে থাকবে? মাওলানা মাদানি আরও বলেন, “উচ্ছেদ অভিযান সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু যা আমি অসমে দেখেছি, তা হৃদয়বিদারক। কোনো রাষ্ট্র তার নাগরিকদের উপর এভাবে আচরণ করতে পারে না। আমি সরকারকে বলতে চাই, বিদেশি ও নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন হোক, কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের যেন সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।”তিনি বিতাড়িত পরিবারদের ”অজ্ঞাত”, ”মিয়া” বা ”সন্দেহভাজন” হিসেবে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধেও কড়া আপত্তি জানান। তাঁর মতে, “এই ভাষা ব্যবহারে সমাজে বিভাজন আরও বেড়ে যায়। ক্ষমতা ধরে রাখতে কিছু মানুষ এই রকম ভাষা ব্যবহার করেন।”

উত্তরপ্রদেশে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভোটার তালিকায় ১ কোটির বেশি সন্দেহভাজন নাম, এআই তদন্তে ফাঁস

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় চাঞ্চল্যকর অনিয়ম ধরা পড়েছে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের এক এআই-ভিত্তিক তদন্তে দেখা গেছে, ভোটার তালিকায় ১ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ধরনের বিশাল মাপের গরমিল এই প্রথম ধরা পড়ল এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, এই নামগুলোর মধ্যে নাম, বয়স, লিঙ্গ, জাত, ও ঠিকানায় অস্বাভাবিক মিল লক্ষ্য করা গেছে, যা সংশ্লিষ্ট ভোটারের পরিচয় নিয়ে গুরুতর সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে একই ঠিকানায় একাধিক ভোটার, কিংবা এক ভোটার একাধিকবার তালিকাভুক্ত — এমন প্রবণতাও ধরা পড়েছে।

এই প্রথমবার, উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের জন্য এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ভোটার তালিকার উপরে প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে অস্বাভাবিক মিল শনাক্ত করে। এরপরই ব্লক লেভেল অফিসারদের প্রত্যেক সন্দেহভাজন ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ প্রতাপ সিংহ জানিয়েছেন, এবার থেকে সেনসিটিভ বুথগুলোতে ফেস রেকগনিশন ও এআই ভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা হবে। তিনি বলেন, “ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে এআই একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।”প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন নামগুলোর শারীরিক যাচাই বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। কোনও নাগরিক যদি ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের অভিযোগ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু হবে বলেও জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপগুলি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে এই ইস্যু সামনে আসার সময়টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন এবং এর প্রতিবাদে ”ভোটার অধিকার যাত্রা” কর্মসূচি চালিয়েছিলেন বিহারে।

এই প্রেক্ষাপটে উত্তরপ্রদেশে ১ কোটির বেশি ভুয়ো বা সন্দেহজনক ভোটার চিহ্নিত হওয়া, আগামী নির্বাচনগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং রাজনৈতিক পরিবেশে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভারত সফরে আসছেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং আজ সন্ধ্যায় তিন দিনের ভারত সফরে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সফরের সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফর ভারত-সিঙ্গাপুর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তির প্রেক্ষাপটে হচ্ছে, যা উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।পররাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানায়, এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন, যা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট।সিঙ্গাপুরকে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রক জানায়, “অ্যাক্ট ইস্ট” নীতির অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিঙ্গাপুর সফরের সময় দুই দেশের সম্পর্ক কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ-এ উন্নীত হয়।এই সফরকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারণ এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে কার্যকর ‘ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্ট ২০২৫’; বেআইনি অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানে কেন্দ্র, বাড়ল ইমিগ্রেশন ব্যুরোর ক্ষমতা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর — ভারতে বেআইনি অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। ১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে কার্যকর হল ‘ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫’, যার মাধ্যমে পাসপোর্ট, ভিসা ও অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিতে কড়াকড়ি আনা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন ব্যুরো-কে বেআইনি বিদেশিদের শনাক্ত, আটক ও বহিষ্কারের জন্য আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভুয়া পাসপোর্ট বা ভিসা ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, হোটেল, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদেশি নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এদের মধ্যে কেউ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও থেকে গেলে, তাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ। আইনটি কেন্দ্র সরকারকে এমনসব জায়গার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা দেয়, যেগুলি “বিদেশিদের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিদর্শিত”। প্রয়োজনে সেই জায়গা বন্ধ করে দেওয়া, নির্দিষ্ট শর্তে পরিচালনার অনুমতি বা নির্দিষ্ট শ্রেণির বিদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারিরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই আইনের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ইমিগ্রেশন ব্যুরো, যা ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি এখন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র তত্ত্বাবধানে কেন্দ্র, রাজ্য ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে বেআইনি বিদেশিদের সনাক্ত ও বহিষ্কারে কাজ করবে। আগে ব্যুরো শুধু নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় কাজ করত, কিন্তু এবার প্রথমবারের মতো এটি আইনি ভিত্তি পেয়েছে। একইসঙ্গে, এই সংস্থা এখন বিদেশিদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, অভিবাসন বিষয়ক তথ্যের আইটি সিস্টেম পরিচালনা, এবং সরকারের অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিগত বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণে বলেন, “একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার গঠন পাল্টানোর চেষ্টা চলছে, একটি নতুন সংকটের বীজ বপন করা হচ্ছে... সেই কারণেই আমরা একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ‘ডেমোগ্রাফি মিশন’ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” এই বক্তব্যের ঠিক পরেই সরকার এই আইন কার্যকর করে, যা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অপরদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে এই বিলের বিতর্কে জানান, ভারত সরকার পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে আগতদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, তবে ভারতকে কেউ যেন “ধর্মশালা” ভাবে, তা বরদাস্ত করা হবে না।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু সংসদে জানিয়েছিলেন যে ভারতে আনুমানিক দুই কোটিরও বেশি বেআইনি বাংলাদেশি অভিবাসী রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন আইনটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মে মাস থেকে একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বেআইনি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের তীব্রতা বেড়েছে। নির্বাচন কমিশনও বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা শুরু করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি অভিবাসীদের বাদ দেওয়া।

সরকারের মতে, বেআইনি অভিবাসন কেবলমাত্র নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়, বরং তা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের উপর বিরাট বোঝা তৈরি করে। ‘ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫’-এর মাধ্যমে এখন এই সমস্যার মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার অনেক বেশি প্রস্তুত ও শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে।

গর্ভনমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এন্ড ক্রাফটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেন কলেজের অধ্যক্ষ। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পেটের স্বাস্থ্য মনের উপর যেমন প্রভাব ফেলে

ওনুর এরেম

গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, মানব দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রা থেকে শুরু করে মানসিক রোগ সবকিছুর সাথে অন্ত্র বা পেটের স্বাস্থ্যের সংযোগ রয়েছে।

আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর পেটের স্বাস্থ্যের প্রভাব নিয়ে জ্ঞান যেমন বেড়েছে, তেমনি এই পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখার ব্যাপারে আগ্রহ বেড়েছে সমান তালে। পোলারিস মার্কেট রিসার্চের তথ্য অনুসারে, বিশ্বব্যাপী প্রোবায়োটিকের বাজার ২০২১ সালে প্রতি বছর প্রায় ছয় হাজার কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই হার সাত শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি কীভাবে আপনার পেটের স্বাস্থ্য ভালো করতে পারেন?

সুস্থ অন্ত্র কী? মানবদেহের অন্ত্র অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে পায়ু

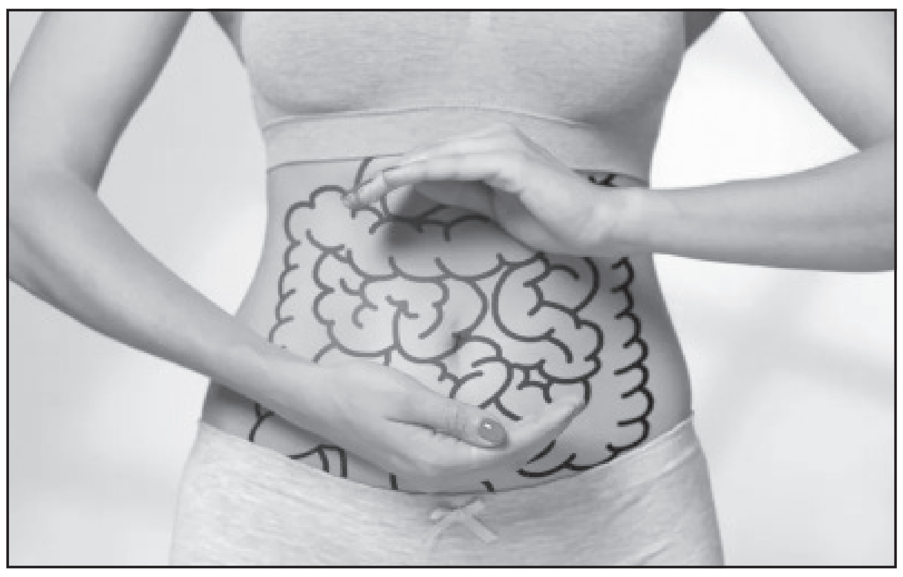

পর্যন্ত লম্বা প্যাঁচানো যে নালি থাকে সেটার গঠন বেশ জটিল। এই জটিল গঠনের কারণে, অন্ত্রের সুস্থতা সনাক্ত করা অন্যান্য অঙ্গের সুস্থতা সনাক্ত করার মতো সহজ নয়। অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরিমাপ করার জন্য এমন কোনও একক উপায় নেই যা ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের অন্ত্র মাইক্রোবস বা জীবাণুতে পূর্ণ। এদের সংখ্যা এতটাই বেশি যে সব মাইক্রোবসকে যদি একত্রিত করা হয়, তবে তাদের ওজন এক কেজি ৮০০ গ্রামের বেশি হবে। অন্ত্রে পিত্ত, শ্লেষ্মা, বিভিন্ন ধরণের অণুজীব, হজম হওয়া খাবার, অপাচ্য বা শোষিত খাবার, বিপাকীয় খাবার এমন বিভিন্ন ধরণের উপাদান থাকে। অন্ত্রের এসব উপাদানের প্রতি গ্রামে ১০ হাজার কোটি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. ক্যাটেরিনা জনসন অন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি সুস্থ অন্ত্রে অনেক বৈচিত্র্যময় মাইক্রোবস বা জীবাণু থাকে। মাইক্রোবায়োম বিজ্ঞান এখনও তুলনামূলকভাবে একটি অপরিণত গবেষণা ক্ষেত্র, অর্থাৎ আমরা এখনও বিশদভাবে জানি না যে একটি সুস্থ অন্ত্র দেখতে কেমন হয়।

তিনি বলেছেন:- 'আমাদের মাইক্রোবায়োমগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতই স্বতন্ত্র আর বৈচিত্র্যময়, তার মধ্যে মাইক্রোবায়োমগুলোর হাজার হাজার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে (এবং প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন স্ট্রেন রয়েছে), যার মধ্যে অনেকগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা জানি না।' অন্ত্র সুস্থ থাকা কেন জরুরি?- ডা. জনসন বলেছেন, অন্ত্র 'শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে' প্রভাবিত করতে পারে। মস্তিষ্ক ও অন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে যা গাট ব্রেইন এক্সিস অর্থাৎ বাংলায় অন্ত্র-মস্তিষ্কের অক্ষ নামে পরিচিত। এখানে অন্ত্র ও মস্তিষ্ক একে অন্যের জন্য অপরিহার্য - গবেষণায় দেখা গেছে যে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের অনুপস্থিতির কারণে মস্তিষ্কের বিকাশ অস্বাভাবিক হতে পারে। অন্ত্রকে কখনও কখনও দ্বিতীয় মস্তিষ্ক বলা হয় কারণ অন্ত্রে থাকে ব্যাকটেরিয়া মস্তিষ্কের ১০ কোটি নিউরনের মাধ্যমে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। নিউরন হলো আমাদের মস্তিষ্ক এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে থাকা কোষ যা আমাদের শরীরকে বার্তা দেয় যে কখন কেমন আচরণ করতে হবে।

আমাদের অন্ত্র, মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করতে পারে যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। নিউরোট্রান্সমিটার এক ধরণের বার্তাবাহক যা স্নায়ুসন্ধি দিয়ে এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে রাসায়নিক সিগন্যাল পাঠায়। আমাদের অন্ত্রের সবচেয়ে বড় কাজ খাদ্য থেকে পুষ্টি শোষণ করা। 'আমরা মলের মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ পদার্থ হারাতে পারি না,' ভারতের গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্ট ডা. ভেঙ্কটরামন কৃষ্ণ এমনটাই ব্যাখ্যা করেন। মেগান রসি, যিনি যুক্তরাজ্যের দ্য গাট হেল্‌থ ডক্টর নামেও পরিচিত, এই চিকিৎসক বলেছেন, অন্ত্রে জীবাণুর ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে ৭০টিরও বেশি বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে হৃদরোগ ও শ্বাসযন্ত্রজনিত অসুস্থতা। সেইসাথে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের মতো অটোইমিউন রোগও হতে পারে। আমাদের শরীর রোগ প্রতিরোধ করার ইমিউন কোষগুলোর প্রায় ৭০ শতাংশ আমাদের অন্ত্রে বাস করে এবং এই কোষগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমের সাথে প্রতিনিয়ত সংযুক্ত থাকে। বলেছেন ডা. রসি। এই কারণেই 'যেসব মানুষের অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো তাদের ইমিউন সিস্টেম স্বাভাবিক থাকে বলেই মনে হয়', তিনি যোগ করেন। কীভাবে আপনি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো করতে পারেন? কয়েক বছর আগে, ২০১৮ সালে আমেরিকান গাট প্রজেক্ট পরিচালিত এক গবেষণার পর, বিশেষজ্ঞরা অন্ত্রে মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্য বাড়াতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে শুধু ফল ও সবজিই নয় বরং বীজ, মশলা আর বাদামও রয়েছে। ডা. রসি পরামর্শ দিয়েছেন, খাবারের রেসিপিতে ছোট ছোট অদলবদল করলে এবং বাজার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ফল কিনলে এই বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। আপনি যদি সকালের নাস্তায় শস্যের তৈরি পরিজ খান তাহলে সেটা শুধু ওটস দিয়ে না বানিয়ে বাটির অর্ধেক ওটস এবং বাকি অর্ধেক রান্না করা কুইনোয়া দিয়ে খেতে পারেন এর উপর বিভিন্ন ফলের টুকরো ও বীজ ছড়িয়ে দিতে পারেন।' 'আপনি যদি সপ্তাহে একবার বোলোনিজ (মাংসের ডিশ) খান তাহলে সেখানে কিছুটা মাংসের বদলে ফাইবার সমৃদ্ধ মসুর ডাল মেশাতে পারেন।' যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস অনুসারে, একটি ফাইবার সমৃদ্ধ বা আঁশযুক্ত খাবার আমাদের পেট ভরে যাওয়ার এমন অনুভূতি দিয়ে থাকে। ফাইবার আমাদের হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে, এ কারণে যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ৩০ গ্রাম ফাইবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সাদা রুটির চাইতে হোল গ্রেইনের বাদামী রুটি বা দানাদার রুটি বেছে নিতে পারেন। সেইসাথে বাদামী চাল বা আস্ত গমের পাস্তা বেছে নিলে আপনার বেশি বেশি ফাইবার খাওয়া হবে। ফাইবারের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে আলু (যেমন: সিদ্ধ আলু) এবং ডালজাতীয় খাবার যেমন: মটরশুঁটি, মসুর ডাল বা ছোলা, যা স্টু (অনেক ঝোল দেয়া তরকারি), তরকারি ও সালাদে যোগ করা যেতে পারে। প্রোবায়োটিক খাবার (নির্দিষ্ট ধরনের ফাইবার ও কার্বোহাইড্রেট) অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে: কলা, পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ পাতা, রসুন, বাঁধাকপি, লিক, ওটস, অ্যাসপারাগাস, নেক্টারিন ফল, ব্লুবেরি ও আঙ্গুর।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে পাকিস্তানের গ্যাস্ট্রো এন্টারোলজিস্ট ড. হানিশা খেমানি বলেছেন, আমাদের বয়স যখন বিশের কোঠায় তখন সুষম, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া বা ডায়েট করা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। 'এই জটিল সময়ে আপনি আপনার খাবারের তালিকায় কী কী রাখছেন তা আপনার দীর্ঘস্থায়ী রোগ হবে কি হবে না, তা প্রভাবিত করতে পারে। এই সময়ের খাদ্যাভ্যাস পরবর্তী জীবনে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। সেইসাথে সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে,' তিনি বলেছেন। ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা একটানা না খেয়ে থাকা অর্থাৎ রাতের খাবার এবং সকালের খাবারের মধ্যে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা বিরতি রাখলে তা অন্ত্রের জীবাণুর উপকার করতে পারে। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক টিম স্পেক্টর তার স্পুন-ফেড বইতে লিখেছেন: খাবার সম্পর্কে আমাদের যা বলা হয়েছে তার প্রায় সবকিছুই কেন ভুল। কোন খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ? অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যালকোহল ও তামাক আপনার অন্ত্রের জন্য ভালো নয়, ডা. কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক বেশি প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন উপাদান থাকে যা আমাদের অন্ত্রে "ভালো" ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে দমন করে কিংবা "খারাপ" ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে দেয়।

আপনি বিশ্বের কোথায় আছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনি রাস্তার খাবার এড়িয়ে যাবেন কিনা। যদি আপনার দেশ বা শহরে রাস্তার খাবার অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বানানো হয়, তাহলে সেই বিক্রেতাদের খাবার খাওয়া এড়িয়ে যেতে হবে। রাস্তা থেকে যদি ফল, শাকসবজি কিনে খাওয়ার আগে তা ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে যেন বিপজ্জনক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এড়ানো যায়, ডা. কৃষ্ণ যোগ করেন। মানসিক চাপ আমাদের অন্ত্রকেও প্রভাবিত করে। এই চাপ থেকে অ্যাসিড রিফ্লাক্স - সহজ ভাষায় পেটে গ্যাস হওয়া এবং আলসারেশন বা পেটে জ্বালাপোড়া বাড়াতে পারে। ডা. জনসন বলেছেন, যারা অনেক বেশি মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন তাদের অন্ত্রে বৈচিত্র্যময় মাইক্রোবায়োম কম পরিমাণে থাকে। প্রোবায়োটিক এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কতটা কার্যকর?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রোবায়োটিক যদি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা কাজ করতে পারে।

"এক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রোবায়োটিক নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট সময় ধরে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খেতে হবে", বলেছেন ডা. মেগান রসি।

"আপনি যে প্রোবায়োটিক পণ্যটি দেখছেন সেটা আপনার অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করবেই এমন তথ্য প্রমাণ নেই বা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। বরং আমাদের কাছে যেগুলো বিক্রি করা হয় সেগুলো প্রতিদিন গ্রহণ করারও প্রয়োজন নেই।" কিছু কিছু দেশে, প্রোবায়োটিক পণ্যের কোম্পানিগুলো গ্রাহকদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার প্রস্তাব দেয় এবং এজন্য তারা গ্রাহকদের থেকে তাদের মলের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করে। ডা. রসি বলেছেন, এসব পরীক্ষায় যেসব লাভ হয় বলে কোম্পানিগুলো প্রচার করে আসলে তেমন কোনও লাভ হয় না। তবে ওই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার অন্ত্রের জীবাণুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারেন। ব্রিটিশ ডাক্তার এবং টিভি উপস্থাপক ডা. জ্যান্ডের মতে, এই পণ্যগুলো আপনি যে পয়সা দিয়ে কিনবেন সেটার যথাযথ মূল্য পাওয়াটা কঠিন হতে পারে। তারা আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দেবে তবে এর কোনোটাই প্রমাণভিত্তিক নয়,' তিনি বলেছেন।

'আমি বলবো আপনার অর্থ বাঁচান এবং আপনার যদি অন্ত্রে সমস্যা হয় তবে আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।'

উৎসবের আবহে বাড়িতেই বানান কাজু বরফি

উৎসবের নাম যা-ই হোক, মিষ্টিমুখ ছাড়া সমস্ত আনন্দ-আয়োজন ফিকে মনে হয়। বাঙালির বিজয়া পর্ব চলছে। কয়েক দিন পরেই দীপাবলি, ভাইফোঁটা। মিষ্টিতে ভরে যাবে ফ্রিজ। রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগের ভিড়ে বাংলার বাইরের মিষ্টি কাজু বরফিরও কদর বেড়েছে এখন। তবে কাজু বরফি দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেও বানাতে পারেন। খুব ঝক্কির নয়। রইল প্রণালী। উপকরণ: ২ কাপ কাজু,আধ কাপ ঘি, আধ কাপ চিনির গুঁড়ো, ২ চামচ পেস্তা গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ দুধ প্রণালী: প্রথমে কাজুবাদামগুলি মিক্সিতে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। এ বার কড়াইয়ে বেশ খানিকটা ঘি গরম করে তাতে কাজুবাদামের গুঁড়ো দিয়ে পাক দিতে থাকুন। কিছু ক্ষণ পাক দেওয়ার পর এর মধ্যে পেস্তা আর চিনি গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে মেশাতে থাকুন। মিশ্রণটি

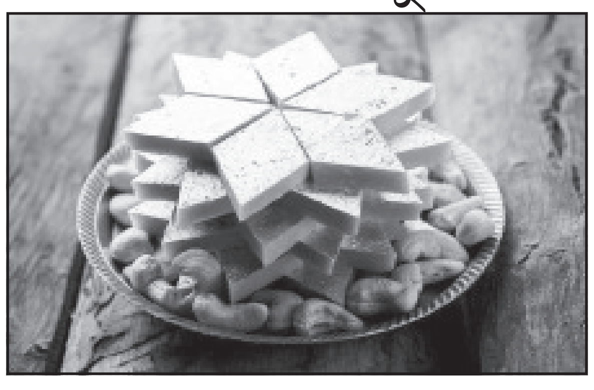

আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। তার পর তা বরফির আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

মদ্যপান না করেও হতে পারে ভুঁড়ি

মধ্যপ্রদেশ স্ফীত! এমন পুরুষ মহিলাদের কাছে বিশেষ নম্বর পান না। বিভিন্ন সমীক্ষা তেমনটাই জানাচ্ছে। এই সব সমীক্ষার ফলাফল নিয়ে পুরুষদের বিশেষ মাথাব্যথা না থাকলেও, ভুঁড়ি হোক, চান না কেউই। অত্যধিক বাইরের খাবার খেলে পেটে মেদ জমতে শুরু করে। আবার মদ্যপানের অভ্যাসেও বাড়ে ভুঁড়ি। জীবন জুড়ে শুধু অনিয়ম, অথচ শরীরচর্চার কোনও বালাই নেই, সে ক্ষেত্রেও ভুঁড়ি অবধারিত।

তবে এই কারণগুলিই একমাত্র নয়। সকালের জলখাবারে ছোটখাটো কিছু ভুলেও নাদুসনুদুস ভুঁড়ি তৈরি হয়। জেনে নিলে সতর্ক থাকা যাবে। কালো কফি খাওয়া- সকালে ঘুমের রেশ কাটাতে কালো কফি দরকার পড়ে অনেকের। কিন্তু, খালি পেটে কালো কফি খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। এতে শরীরে কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ বেশি হয়। হরমোনের এই ভারসাম্যহীনতায় পেটে মেদ জমতে পারে। প্রোটিন কম খাওয়া- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোটিন বেশি খাওয়া জরুরি। আর সেটা দিনের শুরুতেই খেতে হবে। প্রোটিন দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখে। ঘন ঘন খাবার খাওয়ার প্রবণতাও কমে। প্রোটিন পেটে বাড়তি মেদও জমতে দেয় না।

জল কম খাওয়া- সকালে খালি পেটে জল খাওয়ার মতো ভাল অভ্যাস দু'টি নেই। কিন্তু, অনেকেই

ঘুম থেকে উঠে প্রথমে চা, কফির কাপ হাতে তুলে নেন। চিনি দেওয়া চা কিংবা কফি মেজাজ চাঙ্গা করে তুললেও, ভুঁড়ি বাড়তে থাকে নিঃশব্দে। ভাজাভুজি খাওয়া- সকালের জলখাবারে লুচি, পরোটা থাকলে মন্দ হয় না। তবে রোজ ভাজাভুজি খেলে ভুঁড়ি যে বাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের খাবার প্রায়শই খেলে পেটে চর্বি জমে। অল্প দিনেই পেটের অবস্থা দামোদর শেঠের মতো হয়ে যেতে পারে। সেটা না চাইলে লুচি, পরোটা খাওয়া কমাতে হবে।

বিশেষ অনুষ্ঠানের আগে কী ভাবে বাড়িঘর ঝকঝকে করে তুলবেন ভিনিগার দিয়ে

কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের আগেও বাড়িঘর পরিষ্কার করা হয়। সদ্য উৎসব পেরিয়েছে। উৎসবের আবহে বাড়িঘর অগোছালো হয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা করে বাড়ির প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার করতে হয়। ডিটারজেন্টের গুঁড়ো কিংবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার চেয়ে এক্ষেত্রে ভরসা হতে পারে ভিনিগার। বাড়ির কোন জিনিসগুলি ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন?

১) খাবার গরম করতে গেলেও মাইক্রোওয়েভের ভিতরের দেওয়ালে তেল ছিটকে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে না পারলে পরে সেই দাগ তোলাও মুশকিল হয়ে যায়। তবে জল এবং ভিনিগারের দ্রবণ কিন্তু যে কোনও তেলের দাগ সহজেই তুলে ফেলতে পারে। ২) হেঁশেলের নানা রকম উচ্ছিষ্ট কিংবা জলের মধ্যে থাকা আয়রন জমে বন্ধ হতে পারে সিঙ্কের মুখ। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ভিনিগার এবং বেকিং সোডার মিশ্রণ ঢেলে দিন সিঙ্কে। আধঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন।

৩) জলের মধ্যে থাকা আয়রন জমতে থাকে কল কিংবা শাওয়ারের মুখে। দীর্ঘ দিন ধরে তা জমতে জমতে শাওয়ার কিংবা কলের মুখ নষ্ট করে দেয়। জলের গতি কমতে থাকে। ভিনিগার কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। সারা রাত ভিনিগারের দ্রবণে শাওয়ার কিংবা কলের মুখগুলি ডুবিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে ভাল করে মুছে নিয়ে ব্যবহার করুন।

এ বার গোলাপ জামুন দিয়েই বানিয়ে ফেলুন কোফতা কারি

শেষপাতে গোলাপ জামুন দিয়ে মিষ্টিমুখ করতে অনেকেই ভালবাসেন। যাঁরা ভাজা মিষ্টি পছন্দ করেন তাঁদের কাছে গোলাপ জামুন থাকে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। তবে এই গোলাপ জামুন দিয়ে যে তরকারিও বানানো যায়, সে কথা শুনেছেন কখনও? শুনতে অবাক লাগলেও রাজস্থানের দিকে কিন্তু এই খাবারটি যথেষ্ট জলপ্রিয়। স্বাদবদল করতে এ বার বানিয়ে ফেলুন গোলাপ জামুন কোপ্তা কারি, রইল সহজ রেসিপিটি।

উপকরণ: ৭-৮ টি গোলাপ জামুন, ৩ চা চামচ সেদ্ধ পেঁয়াজ বাটা,১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা,২-৩ চা চামচ কাজু-চারমগজ-ক্ষীর বাটা,১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো,১ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনেগুঁড়ো,

১ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা,২ টেবিল চামচ টক দই, পরিমাণ মতো গোটা গরমমশলা, আধ চা চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো সাদা তেল, ১ চা চামচ ঘি, সামান্য কেশর, ২ টেবিল চামচ ক্রিম স্বাদমতো নুন-চিনি প্রণালী: বাজার থেকে কিনে আনা গোলাপ জামুনগুলি প্রথমে গরম জলে মিনিট দুয়েক ভিজেয়ে রাখুন। তার পর আলতো হাতে জল চিপে তুলে নিন। এ পদ্ধতিতে গোলাপ জামুনের মিষ্টি ভাব কমে যাবে। এ বার কড়াইয়ে ঘি দিয়ে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। গন্ধ বেরোলে আদা-রসুন বাটা দিতে হবে। সিদ্ধ পেঁয়াজ বাটাও দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন, হলুদ দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। কষা হয়ে তেল বেরোতে শুরু করলে দই, কাজু-চারমগজ আর ক্ষীর বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। তার পর সামান্য গরম জল দিন। ঝোল ফুটে উঠলে গোলাপ জামুনগুলি দিয়ে দিন।

মিনিট দুয়েক বাদে দুধে ভেজানো কেশর ও ক্রিম দিন। সবশেষে গরম মশলা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। মিনিট পাঁচেক বাদে ঢাকনা খুলে পরিবেশন করুন গোলাপ জামুনের কোপ্তা কারি।

ঘরোয়া ৩ উপকরণে দিয়ে ঘাড়ের কালচে ছোপের তুলে ফেলুন

ঘাড়ের কালো দাগছোপ নিয়ে অস্বস্তিতে থাকেন অনেকেই। কিন্তু স্নানের সময়ে এই অংশটি একেবারেই নজরে পড়ে না। চুলের যত্নেও কোনও খামতি থাকে না। ত্বক আর চুলের যত্নআত্তির মাঝেই ব্রাত্য হয়ে পড়ে ঘাড়। সাধারণত ঘাম জমেই এমন কালচে দাগছোপ হয়। জনসমক্ষে চুল খোলা রেখে সমস্যা আড়াল করতে হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না।

রাসায়নিক দেওয়া ক্রিম, সিরাম মাখতে না চাইলে ঘরোয়া উপকরণের উপরেই ভরসা করতে হয়। জেনে নিন কোন তিন উপাদানে এমন দাগছোপ উধাও হতে পারে।

১) বেসনের প্যাক: ছোট একটি পাত্রে বেসন, একচিমটে হলুদ, কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং পরিমাণ মতো গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এ বার ঘাড়, গলার ওই কালচে ছোপযুক্ত অংশে বেসনের প্যাক মেখে ফেলুন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দু'-তিন দিন এই টোটকা মেনে চললে কালচে দাগছোপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। ২) বেকিং সোডা:- বেকিং সোডা হেঁশেলের বেশ জনপ্রিয় একটি উপাদান। কেক বানাতে তো বটেই, রূপচর্চাতেও এর জুড়ি মেলা ভার। বেকিং সোডা কিন্তু ঘাড়ের কালো দাগছোপ দূর করতে পারে। তিন থেকে চার চামচ বেকিং সোডা অল্প জলে গুলে একটি থকথকে মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তার পর সেই মিশ্রণটির প্রলেপ দিন ঘাড়ে। সপ্তাহে কয়েক দিনের ব্যবহারে ঘাড়ের দাগছোপ দূর হবে। তবে বেকিং সোডা ব্যবহারের পর ঘাড়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। ৩) অ্যালো ভেরা জেল:- ঘাড়ের কালো দাগ নাছোড়বান্দা। সহজে যেতে চায় না। তবে অ্যালো ভেরার উপর ভরসা রাখলে সুফল পেতে পারেন। অ্যালো ভেরা জেলে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো উপাদান, যা দাগ তুলতে সাহায্য করে। অ্যালো ভেরার পাতা চিরে জেল বার করে ঘাড়ে ভাল করে মালিশ করে নিন। ২০ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিন দিন করলেই দাগছোপ দূর হবে।

মঙ্গলবার আগরতলা মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে জেলাভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

মোদি: "ভারতকে আর কেউ থামাতে পারবে না", জিডিপি বৃদ্ধি ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে বিপুল বিনিয়োগে আশাবাদ

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার দিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫' সম্মেলনের উদ্বোধন করে জিডিপি বৃদ্ধির সাম্প্রতিক তথ্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি তথ্য আবারও প্রমাণ করেছে যে ভারত প্রত্যাশা ও পূর্বাভাসের অনেক ঊর্ধ্বে পারফর্ম করেছে। এখন আর কিছুই ভারতকে থামাতে পারবে না।"

বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে মন্দা ও 'অর্থনৈতিক স্বার্থপরতা'র মুখোমুখি, সেখানে ভারত ৭.৮ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির মাধ্যমে এক 'বিশ্বস্ত অর্থনৈতিক শক্তি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই প্রবৃদ্ধি সামগ্রিক কৃষি, শিল্প, ও পরিষেবা খাতে সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। এটি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে এবং ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি এই প্রসঙ্গে মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের "মৃত অর্থনীতি' মন্তব্যকে একরকম খণ্ডন করেই বলেন, "ট্রাম্প প্রশাসনের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ রাশিয়ার তেল আমদানি ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে আমাদের উন্নয়নের গতি থামাতে পারেনি।"

সেমিকন্ডাক্টর খাতে ভারতের অগ্রগতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আগের শতাব্দী গঠিত হয়েছে তেলের মাধ্যমে। কিন্তু ২১ শতকের শক্তি নিহিত একটি ক্ষুদ্র চিপে এই চিপই আজকের 'ডিজিটাল হিরে'। বিশ্ব এখন ভারতের ওপর আস্থা রাখছে এই খাতে।" তিনি জানান, ২০২১ সালে সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের সূচনা হয়, ২০২৩ সালে প্রথম প্লান্ট অনুমোদন পায়, ২০২৪-এ আরও কয়েকটি, আর ২০২৫ সালে পাঁচটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এই খাতে মোট ১.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে, যার মাধ্যমে ভারত 'ব্যাকএন্ড' থেকে বেরিয়ে এসে একটি 'ফুল-স্ট্যাক সেমিকন্ডাক্টর নেশন'-এ পরিণত হচ্ছে।বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য চালু হওয়া 'ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম'-এর কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এখন কেন্দ্র ও রাজ্যের সব অনুমোদন একক প্ল্যাটফর্ম থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, ফলে বিনিয়োগকারীদের ঝামেলা অনেকটাই কমেছে।"

বক্তৃতার শুরুতেই বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফেরার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী রসিকতা করে বলেন, "গত রাতে আমি জাপান ও চীন সফর সেরে দেশে ফিরেছি। আপনারা কি আমার যাওয়ায় খুশি, না ফিরে আসায়?" শেষে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "আমাদের যাত্রা দেরিতে শুরু হলেও আজ আর ভারতকে কেউ থামাতে পারবে না। ভারতের ক্ষুদ্রতম চিপ বিশ্বে বৃহত্তম পরিবর্তন আনবে।"

ভারতের উপর শুল্ক ও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প প্রশাসন, সমাধানের আশ্বাস বেসেন্টের

ওয়াশিংটন, ২ সেপ্টেম্বর: ভারত-আমেরিকার চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, দুই দেশ শিগগিরই সমাধানে পৌঁছাবে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ফক্স বিজনেস-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "দুই মহান দেশ এই সমস্যার সমাধান করবে।" তবে একইসঙ্গে তিনি ভারতের রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে বলেন, ভারত ওই তেল কিনে তা রফতানি করছে এবং এর ফলে রুশ যুদ্ধযন্ত্রে আর্থিক জোগান দেওয়া হচ্ছে।

বেসেন্ট জানান, শুধু তেল কেনাই নয়, ধীরগতির ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা এবং ভারতের উচ্চ শুল্কনীতিএই দুই কারণেই ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগেও ট্রাম্প বাণিজ্যিক সম্পর্ককে "একপাক্ষিক বিপর্যয়" বলে অভিহিত করেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল, ভারতের উচ্চ শুল্কের কারণে মার্কিন পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না।

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠককেও গুরুত্বহীন বলে অভিহিত করেন বেসেন্ট। তিনি বলেন, "এই সভা অনেক পুরনো এবং মূলত আনুষ্ঠানিক। তবে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, এবং তাদের মূল্যবোধ আমাদের ও চীনের তুলনায় রাশিয়ার থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।"রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও বেসেন্ট কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনের উপর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছেন এবং আঙ্কোরেজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পরও শান্তি আলোচনা এগোয়নি। তিনি স্পষ্ট জানান, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সব ধরনের বিকল্প খোলা রয়েছে এবং এই সপ্তাহেই সেগুলি পর্যালোচনা করা হবে।"

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে বেসেন্টের বক্তব্য থেকে।

ভারতে মনসুনের তাণ্ডব: ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যার সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর: ভারতজুড়ে মনসুনের প্রবল তাণ্ডবে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে অতি ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যার সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর। নতুন দিল্লিতে আজ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি-র প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ আর. কে. জেনামণি জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরাখণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাঞ্জাবে আজকের জন্য জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। পাশাপাশি, পূর্ব ভারতের ওড়িশা ও ছত্তিশগড়েও সারাদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন আয়রন ব্রিজ বন্ধ রাখা হয়েছে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত। দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ জনগণকে গণপরিবহন ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে যাতায়াতের অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধিক রাজ্য, বিশেষ করে গুজরাটের নর্মদা, তাপি, ভালসাদ, নাভসারি, সুরাট ও বরুচ জেলায় আগামী কয়েকদিনে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে, যা বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

উত্তর ভারতের বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণ ও ধারাবাহিক মেঘভাঙার কারণে ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, বহু মানুষের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাবে বন্যায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ২৯ জন, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। দিল্লি ও এনসিআর এলাকাতেও প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জলাধার থেকে লাগাতার জল ছাড়ার কারণে সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

আইএমডি আগামী তিন দিনের জন্য হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও দিল্লিতে লাল সতর্কতা জারি করেছে। কিছু এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ২১০ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হিমাচলপ্রদেশের চাম্বা, কাংড়া, কিন্নৌর, কুল্লু, মান্ডি, শিমলা, সিরমৌর ও সোলান এবং উত্তরাখণ্ডের চামোলি, চাম্পাওয়াত, দেরাদুন, নৈনীতাল, পিথোরাগড়, রুদ্রপ্রয়াগ ও অন্যান্য পার্বত্য জেলা ঝুঁকির মুখে রয়েছে। সমতলের হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লিতেও প্লাবনের সম্ভাবনা প্রবল।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট অফিসগুলিকে বিশেষ সতর্কতা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুরগাঁওতে সোমবার ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। শহরজুড়ে জলাবদ্ধতার কারণে যানজট তীব্র হয়েছে। জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এ যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, এবং স্কুলগুলিকে অনলাইন ক্লাস চালু করতে বলা হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের ত্রিকূট পর্বতে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা লাগাতার আটদিন বন্ধ রয়েছে। ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে প্রশাসন ভক্তদের সুরক্ষার কথা ভেবে যাত্রা স্থগিত রেখেছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে বানিহাল অঞ্চলে ভূমিধসের কারণে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে মুঘল রোডে যান চলাচল এখনও স্বাভাবিক রয়েছে।আইএমডি জানিয়েছে, মঙ্গলবার দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, ছত্তিশগড়, পূর্ব রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও সিকিমে পরবর্তী ২-৩ দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়াসহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। পাশাপাশি, আইএমডি জানিয়েছে যে সেপ্টেম্বর মাসে মনসুনের বিদায় বিলম্বিত হবে এবং স্বাভাবিক বা তার থেকেও বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। বর্তমানে দেশজুড়ে গড়ে ৬ু বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে, যদিও পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৮ু কম বৃষ্টি হয়েছে, এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে ২৭ু বেশি।

এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি, ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরব সাগরে মৎস্যজীবীদের যাত্রা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

নতুন দিল্লিতে ২০ তম আন্তর্জাতিক সুস্থায়িত্ব শিখর সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের ভাষণ

নয়াদিল্লি।। নতুন দিল্লিতে সিআইআই — আইটিসি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট-এর পক্ষ থেকে ২০ তম আন্তর্জাতিক সুস্থায়িত্ব শিখর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব আজ এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতের যাত্রাপথকে স্থিতিশীল, পুনরুত্থানকারী এবং দায়িত্বশীল বিকাশের লক্ষ্যে বলে ব্যাখ্যা করেন। মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় শিল্প মহাসংঘ (সিআইআই)-এর ডিজি চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী এবং সংগঠনের সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব পুরী। ১০ টি দেশের শিল্প ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

বিদেশি অভ্যাগতদের উদ্দেশে শ্রী যাদব বলেন, পরিবেশবান্ধব সুস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির গভীর সমতা রক্ষাই ভারতের উদ্দেশ্য। বিশ্ব বাণিজ্যে বর্তমান অস্থিরতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা, ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং প্রথমসারির অর্থনৈতিক দেশগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আর্থিক বিনিয়োগে বাধার ফলে সামগ্রিকভাবে এক ভঙ্গুর পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমস্ত দেশগুলিকে একযোগে সুস্থায়িত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতিভিত্তিক সমাধানসূত্র নির্ণয়ের আহ্বান জানিয়ে সদর্থক কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলেন। যার লক্ষ্য হবে চক্রাকার আর্থিক মডেল, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা, অনুরূপ নির্মাণ প্রক্রিয়া, সর্বোপরি দায়িত্বশীল কাজের লক্ষ্যে ব্যবহারগত পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শ্রী যাদব প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিরও উল্লেখ করেন। দেশজুড়ে পরিবেশ বান্ধব নিরীক্ষার প্রথাগত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৯ অগাস্ট ভারত সরকার এনভায়রণমেন্ট অডিট রুলস ২০২৫ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে ২৯ অগাস্ট গ্রীণ ক্রেডিট প্রোগ্রাম নিয়ে পরিমার্জিত প্রণালী সংক্রান্ত প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিরও উল্লেখ করেন তিনি। এই গ্রীণ ক্রেডিট কর্মসূচি সদর্থক ও পরিবেশগত পুনরুদ্ধারে নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি জানান। সংশোধিত বন আইনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন চালু হওয়া ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন ২০২৫ ক্রিটিক্যাল ধাতব ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যপূরণের পথ করে দেবে। বনাঞ্চল এলাকায় সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের এই জাতীয় ধাতব খননের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দিয়েছে সংশোধিত আইন। ভারতের বৃহত্তর সুস্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সাফল্যের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, দ্রুততম বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রয়াসকেও তা নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি বলনে, ভারত অন্যতম অগ্রণী দেশ যা বর্ধিত পণ্য দায়িত্ব ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। পরিবেশ বান্ধব সুস্থিতির পথে চোখ রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।

'মিশন লাইফ', 'এক পেড় মা কে নাম' প্রভৃতি উদ্ভাবনমূলক প্রচারাভিযানের লক্ষ্যই হল বনাঞ্চলের প্রসার। এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি কার্বন নির্গমণের মাত্রাকে কমিয়ে আনছে। ভারতের এই পথ দক্ষিণী বিশ্বের দেশগুলির কাছে সুস্থায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বাস্তবোচিত মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে বলে তিনি জানান। রূপান্তরমূলক এই যাত্রা পথে শিল্পক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সংঘবদ্ধ যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন তিনি। তাঁর আশা, এই শিখর সম্মেলনের আগামী ২ দিন অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে রূপান্তরমূলক পথ নির্ণয়ের বিষয়ে আলোচনা হবে যা এক নতুন দিকচিহ্ন হিসেবে সূচিত হবে।

সালওয়া জুডুম রায় নিয়ে অমিত শাহর সমালোচনার জবাবে সুদর্শন রেড্ডি: "রায় পড়ে তারপর বলুন"

হায়দরাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর সালওয়া জুডুম নিয়ে দেওয়া একটি রায়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে নকশালপন্থী আখ্যা দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন ইন্ডিয়া ব্লকের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ও প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি। রেড্ডি বলেন, "এই ধরনের অভিযোগে আমি বিচলিত নই। তারা ভেবেছিল আমি ভয় পাবো। আমি তাদের সঙ্গে সংলাপে প্রস্তুত। শুধু এটুকুই বলবো, 'রায় পড়ে তারপর বলুন'।"

হায়দরাবাদে ইন্ডিয়া ব্লকের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদর্শন রেড্ডি তার এনডিএ-র প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি রাধাকৃষ্ণনের নীরবতারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমি প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হচ্ছি। ভালো বিতর্ক তখনই হবে যখন উনিও সামনে এসে বলবেন। কিন্তু তিনি চুপ। এভাবে গণতান্ত্রিক বিতর্ক সম্ভব নয়।"

রেড্ডি জানান, সংবিধান রক্ষার অঙ্গীকার থেকেই তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে লড়ছেন। হাতে সংবিধান তুলে ধরে তিনি বলেন, "৫৩ বছর ধরে আমি সংবিধান রক্ষা ও প্রতিরক্ষার কাজ করেছি। এই নির্বাচনে অংশ নেওয়া সেই দীর্ঘ সাংবিধানিক যাত্রারই এক অংশ। আমি এই যাত্রা চালিয়ে যাবো।"

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দমন করার চেষ্টা চলছে, এবং এই অবস্থার বিরুদ্ধে সকলকেই সরব হওয়া উচিত।

এদিন বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ পুনঃবিবেচনা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধী ও শাসক দলগুলির মধ্যে নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। ভোটার আইডি-তে ধর্ম, বর্ণ বা জাত উল্লেখ থাকে না। ভোটার তালিকা সংশোধন হওয়া উচিত আইনি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে, কোনও গোষ্ঠীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে নয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী নয়। ভারত বহুভাষিক, বহু-সাংস্কৃতিক, বহুধর্মীয় রাষ্ট্র। সংবিধানকে রক্ষা করতে সঠিক ও সাংবিধানিক উপায়ে প্রস্তুত ভোটার তালিকা আবশ্যক।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি বলেন, "সুদর্শন রেড্ডি একজন তেলুগু প্রার্থী। তাই অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁর পাশে দাঁড়াক। দলীয় ভেদাভেদ ভুলে এই প্রার্থীকে সমর্থন করুন।" তিনি টিডিপি প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু, ওয়াইএসআরসিপি নেতা জগন মোহন রেড্ডি, এআইএমআইএম-এর আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ও বিআরএস প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও-এর নাম উল্লেখ করেন। অমিত শাহর মন্তব্যের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নকশালবাদ একটি দর্শন। আপনার যদি পছন্দ না হয়, তবে তা নিয়ে যুক্তি দিন, বিতর্ক করুন --- কিন্তু এই ভাষা ব্যবহার ঠিক নয়।"

নাগাল্যান্ড বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন শুরু, মুখ্যমন্ত্রীর দুটি বিল পেশ ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা

কোহিমা, ২ সেপ্টেম্বর: নাগাল্যান্ডের ১৪তম বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এবং এটি দুই দিন ধরে চলবে। ৩ সেপ্টেম্বর একদিনের বিরতির পর, অধিবেশন শেষ হবে ৪ সেপ্টেম্বর। অধিবেশনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও সদ্যপ্রয়াত রাজ্যপাল লা. গণেশন-এর প্রতি শোকজ্ঞাপন করেন। অন্যদিকে, বিধানসভার স্পিকার শেয়ারিংগাইন লংকুমার প্রাক্তন বিধায়ক নুংসাঙ্গিয়াপাং-এর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অধিবেশনের প্রথম দিনে বিধানসভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল নাগাল্যান্ডে শয়তান পূজা নিষিদ্ধকরণ ও রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব সমস্যা। মুখ্যমন্ত্রী রিও দুটি নতুন বিল পেশ করেন নাগাল্যান্ড স্টেট ফিনান্স কমিশন বিল, ২০২৫ এবং নাগাল্যান্ড ফ্লাড প্লেইন জোনিং বিল, ২০২৫। একইসঙ্গে তিনি বিধানসভায় উপস্থাপন করেন নাগাল্যান্ড জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) বিধি, ২০২৪, যা ২০২২ সালের সংশোধনী নিয়ম অনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়েছে।বিধানসভার সচিব-ইন-চার্জ রাজ্যপালের সম্মতি প্রাপ্ত কয়েকটি বিল সম্পর্কেও প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

CORRIGENDUM

Dated: 20-08-2025

Due to some unavoidable circumstances, the last date & time for bidding of tender under PNIe-T No: 16/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26 Dated: 18-08-2025 circulated vide Memo No: 3177-3252 Dated: 18-08-2025 of this office is extend up to 3.00 PM on 03-09-2025.

All other terms & condition will be remained unchanged

(Er. Pintu Debbarma)
Executive Engineer, PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-2111/25

AFFIDAVIT

I, **Mr. TANISH SARKAR,** S/O: Late Nripendra Sarkar, Resident of Madhupur, Near Madhupur Hospital, P.S. Madhupur, District-Sepahijala Tripura, Pin-799102, State-Tripura, by faith-Hindu, by profession-Student, Aged about 27 years, Indian Citizen, do hereby declare and affirm as follows:-

That, previously my name and title was **Tania Sarkar** and it is recorded in all my necessary documents but under section 6 of Transgender Persons (protection of rights) Act, 2019 under the Transgender Persons (protection of Rights Rules, 2020) my name and title converted to **Mr. Tanish Sarkar.**

This is true to my knowledge.

That, **Mr. Tanish Sarkar and Tania Sarkar** is same person and same identical one, now converted into Male person.

This is true to my knowledge.

That, henceforth I will use and write my name and title Mr. Tanish Sarkar, son of Late Nripendra Sarkar.

This is true to my knowledge In acknowledgement whereof I signed this Declaration today the 32nd day of September, 2025 A.D. before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

TANISH SARKAR
Deponent

PNIT NO.: 37/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 30/08/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT NO	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of Bid/Technical Bid
1	DNIT No.104/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 06/09/2025	At 4.00 PM on 06/09/2025 (If Possible)
2	DNIT No.105/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
3	DNIT No.106/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C-2122/25

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, west Tripura.

Government of Tripura
Directorate for Welfare of Sch. Castes

Date 01st September, 2025

NOTIFICATION

Since 15266 Nos. of application only are received till date through BMS Portal from the eligible SC students of class VI-VIII for the year 2025-26 for granting Pre-matric Scholarship to SC students while 24467 Nos. of the SC students are enrolled as per report of the DEOS during the academic year 2025 and 12622 Nos. application are found so far verified by the concerned District Level Officers (DNOS) out of total applications uploaded by INOS in BMS Portal, thus in the interest of eligible SC students it has now become pertinent to extend the timeline further for submission/re-submission of online application by the left-out students and to complete the process of verification by the DNOS. As such, the date & timeline for online application and its verification through BMS Portal (https://bms.tripura.gov.in) is further extended in continuation to the earlier Notification of this office vide No.5-5(A)/SCW/PMS VI- VIII/2025-26/ 6098-131 dated 13/08/2025. Details of timeline are under:-

Submission/re-submission of application by INO	Upto 30th September, 2025
Verification/re-verification of application by DNO	upto 18th October, 2025
Approved of verified application by SNO	Upto 30th October, 2025

2. Others terms & conditions shall remain unchanged.
3. This notification should be brought to the notice of the SC students by all the Head of the Schools/Institutions/Principals and by the concerned District level and Sub-Division level Welfare Officers & District Education Officers as well as Inspector of Schools. Further, it is hereby brought to the knowledge of all the DNOS and INOS that there will be no further extension of date in this context for the year 2025-26.
4. For more details all concerned may visit the website URL https://scw.tripura.gov.in of the Department for Welfare of Sch. Castes, Gurkhabasti, P.N. Complex, Agartala (Tel- 2323363)

(Jayanta Dey)
Director & Welfare/Govt. of Tripura
email: directorscw@gmail.com

ICA/D-896/25

শ্রীনগর থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী বাসে মিলল বিপুল পরিমাণে অবৈধ বাংলাদেশি সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ সেপ্টেম্বর: সাব্রুম মহকুমার সীমান্ত এলাকা শ্রীনগর থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী বাসে মিলল বিপুল পরিমাণে অবৈধ বাংলাদেশি সামগ্রী। ঘটনাকে ঘিরে বাস যাত্রীসহ জনমনে ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা একেবারে বিলোনিয়া শহরের বিলোনিয়া থানার সামনেই।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ থানার সামনেই টিআর০৭- ১২৬৭ নম্বরের বাস গাড়ি দেবনাথ এক্সপ্রেস থেকে ১০ বস্তা অবৈধ বাংলাদেশি সামগ্রী উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে এবং পরবর্তী সময়ে দেখা যায় বস্তা ভর্তি প্রায় ৭৫০ কফির প্যাকেট যা বাংলাদেশ থেকে আনা হয়েছিল। যদিও পুলিশ এই বিষয়ে গাড়ি এবং কোন ব্যক্তিকে আটক করেনি। বাসের চালক এবং কন্ট্রাক্টর জানান শ্রীনগর থেকে আসার পথে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার কৃষ্ণনগর বাজার থেকে এই বস্তাগুলি গাড়িতে উঠে। কিন্তু চালক ও কন্টাকটার উভয়েই জানায় বস্তা গুলিতে কি রয়েছে তারা কিছুই জানেনা। তবে এই বস্তা গুলি আগরতলা যাবে সেটাই বলা হয়েছিল। বস্তা গুলি তুলে দিয়েছিল কৃষ্ণনগর এলাকার তপন পাল। বাসের কন্ট্রাক্টর আরো জানায় এই বস্তা গুলি নাকি আগরতলা থেকে কৃষ্ণনগর এসেছিল এবং আবার কৃষ্ণনগর থেকে আগরতলা চলে যাচ্ছে। প্রতিটি কফির প্যাকেট ১২০ গ্রাম করে হবে। প্যাকেটের গায়ে ১৫০০টাকা লেখা যেখানে আনুমানিক প্রায় বাংলাদেশী দুই লক্ষ টাকার সামগ্রী হতে পারে বলে ধারণা। কিন্তু প্রশ্ন হল অবৈধ বাংলাদেশী সামগ্রী আটক করার পর তদন্তের জন্য হলেও পুলিশ কেন বাসের চালক, কন্টাকটার এবং গাড়িটি আটক করেনি এই নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। এখন দেখার বিষয় তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা তপন পাল কে ডেকে আনে কিনা। তবে শ্রীনগর থেকে আগরতলাগামী বাসগুলি যে সন্দেহের তালিকায় রয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুই দিনব্যাপী ঊনকোটি জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর: বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে দু''দিনব্যাপী ঊনকোটি জেলাভিত্তিক কলা উৎসব শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। তিনি বলেন, কলা উৎসব মানে শিল্পের উৎসব ও সৃজনশীলতার উৎসব। শিল্প শুধু বিনোদন নয়, শিল্প হলো সমাজকে একত্রিত করার শক্তি। শিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাবনা প্রকাশ করি। সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেই। তিনি জেলাভিত্তিক কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সুকান্ত মলসই। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা কার্য্যালয়ের ও.এস.ডি. বেণীমাধব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, সংগীত, ছবি আঁকা ইত্যাদি ১২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরে গ্রামবাসীদের সড়ক অবরোধ

কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর: পানীয় জলের সংকট ঘিরে ফের পথে নামলেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার কৈলাসহরের জলাই গ্রামের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থা না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার দাবি জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে এদিন গ্রামের শতাধিক মানুষ বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধে সামিল হন। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে দু'দিক থেকে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থেকে চরম ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, পানীয় জলের মতো ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

চড়িলামে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ সেপ্টেম্বর: আজ চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতার (বাস্কেটবল, বালক ও বালিকা অনূর্ধ ১৭) উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জীবন গঠনে পড়াশুনার যেমন দরকার ঠিক তেমনি শরীর ও মন সতেজ রাখতে এবং মানসিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলা ও শরীর চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ক্রীড়ার বিকাশে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পুনর্গঠন করছে। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ হবে এবং ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবে। এছাড়াও তিনি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সমীর দেববর্মা। তিনি জানান, উক্ত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী, পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই, খোয়াই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে মোট ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ৩দিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবেশ চৌধুরী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মণিময় ভৌমিক, সিপাহীজলা জেলার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব প্রবীর দেববর্মা, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ গিরিধারী দেবনাথ, সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী, তাপস দাস প্রমুখ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ও পর্যটক স্থান মনু বনকুল পরিদর্শনে দুই দপ্তরের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মীয় ও পর্যটক স্থান মনু বনকুলের উন্নয়নে নতুন করে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা মনু বনকুল বৌদ্ধ মন্দির ও প্যাগোডা, ধাম্মাদীপা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ধর্মীয় ইউনিভার্সিটি এলাকা পরিদর্শন করেন। বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বৌদ্ধ ধর্মগুরু খেমাচরণ ভানতে, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের আগে বনু বনকুল বুদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে দুই দপ্তরের সচিব, বিধায়ক এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা বলেন, মনু বনকুল বৌদ্ধ মন্দির এলাকায় ৩.৮ একর জায়গা জুড়ে আকর্ষনীয় পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পর্যটকদের জন্য গাড়ি পার্কিংএর ব্যবস্থা, গেষ্ট হাউস, ভিউ পয়েন্ট, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের গেইট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তা নির্মাণ এবং মন্দির এলাকার উন্নয়নে নতুন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে। মনু বনকুল বুদ্ধ মন্দির এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস যথাযথভাবে পালন করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: রাজ্য ও জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের ৩নং কনফারেন্স হলে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, অধিকর্তা তপন কুমার দাস সহ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা, উপঅধিকর্তা ও জেলাস্তরের আধিকারিকগণ ছাড়াও পূর্ত, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি, আরক্ষা, শিক্ষা দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নাগরিকগণ এবং পেনশনার্স সংঘের সম্পাদক ও সভাপতি। সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের ৯টি বৃদ্ধা আবাসে স্বাস্থ্য শিবির করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি হোমগুলিতে স্থায়ীভাবে রুটিন মাফিক মেডিক্যাল চেক আপের জন্য একজন চিকিৎসক নিয়োগ এবং ১টি অ্যাম্বুলেন্স রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসটিকে রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে যথাযথভাবে পালন করার জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ১০ অক্টোবর জেলাস্তরে এবং ১৪ অক্টোবর রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হবে। প্রস্তুতি সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রবীণদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এছাড়াও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দুই অপহৃতা নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

আইনি প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার দুপুরে বিমান যোগে দুই নাবালিকা মেয়েকে সহ অপহরণকারী জলফু মিয়া এবং সাগর মিয়াকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

এদিকে অপহরণ হয়ে যাওয়া দুই নাবালিকা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে আমতলী থানায় অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে অপহরণের মামলা দায়ের করে। বর্তমানে দুই অপহরণকারী আমতলী থানার লকাপে রয়েছে। এদিকে এই অপহরণের ঘটনায় দুই নাবালিকা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মঙ্গলবার দুপুরে জানিয়েছেন দুই অপহরণকারীর যেন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন।

অসহায় মহিলার সর্বস্ব নিয়ে পালালো চোর, তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: অসহায় মহিলার সর্বস্ব নিয়ে পালালো চোর। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ থানধীন সিলোটিয়ামুড়া এলাকার বাসিন্দা দিপালী দেবনাথ। একাই বাড়িতে থাকেন তিনি। ওনার এক ছেলে রয়েছে সে বহি:রাজ্যে থাকে। বাড়িতে একা থাকার সুবাদে তিনি প্রতি রাতেই পার্শবর্তী এলাকায় তার কাকুর বাড়িতে গিয়ে থাকেন।

প্রতিদিনকার মতো গতকাল রাতেও খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি ওই বাড়িতে চলে যান ঘুমানোর জন্য। সকালে এসে দেখতে পান ঘরের দরজার তালা ভাঙা। ঘরের টিনের বেড়া কেটে ঘরে প্রবেশ করে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে গেছে চোরের দল। মহিলার ভাতার বই, জরুরী নথি, সহ ঘরে থাকা সকল মূল্যবান জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। সকালে বাড়িতে এসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিলা। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে একটি চুরির মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ডঃ অরুণোদয় সাহাকে 'বিশালগড় রত্ন' সম্মানে ভূষিত করে 'ত্রয়ী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর: বিশালগড়ের কৃতি সন্তান। যার কৃতিত্বে দেশজুড়ে গৌরবান্বিত বিশালগড়। ডঃ অরুণোদয় সাহা। ভারত সরকার কর্তৃক অনন্য নাগরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবছর। তার এই অনন্য কৃতিত্বকে সম্মান জানানো হয় বিশালগড়ে। বিশালগড়ের সামাজিক সংগঠন ত্রয়ীর উদ্যোগে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পদ্মশ্রী ডঃ অরুণোদয় সাহাকে 'বিশালগড় রত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তপন দাস সহ ত্রয়ীর পক্ষে প্রসেনজিৎ রায়, গৌতম ঘোষ এবং প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। বক্তারা বিশালগড়ের সামাজিক জীবনে ডঃ অরুণোদয় সাহার অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। নিজের বক্তব্যে ডঃ অরুণোদয় সাহা বলেন তিনি তার শিক্ষা এবং কর্মজীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন, অনেক কিছু শিখেছেন, কিন্তু তার সবকিছুতেই বিশালগড়ের মাটির টান তিনি অনুভব করেছেন।

বিশালগড়ের সাথে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক তাঁকে বার বার উদ্বেলিত করেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশালগড় রত্ন সম্মানে পেয়ে তিনি আপ্লুত বলেই আবেগ প্রকাশ করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রয়ীর আয়োজনে গত ২৫ শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত পদ্মপুরাণ পুঁথি পাঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ভারত-মার্কিন

● প্রথম পাতার পর

আমেরিকা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনও চুক্তি চাপিয়ে দিতে না পারে।"

তারা আরও যোগ করেছে, "চীন রাশিয়া থেকে ভারতের চেয়ে বেশি তেল আমদানি করে, তবুও তাদের ওপর কোনও শুল্ক আরোপ হয়নি। ভারতের জন্য এখানেই একটি বড় শিক্ষা লুকিয়ে আছে আত্মসম্মান ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে এগোতে হবে।"

বেহাল রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

থাকা দুটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দমকলকর্মী জানিয়েছেন,অগ্নিকাণ্ডে ওই থাকা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে।

বিজেপি ছাড়া রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু সিপিএম তাদের কোন সম্মান দেয়নি। আর ২০১৪ সাল থেকে জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং তাদের কিভাবে সম্মান দিতে হয় সেটা জানে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বাগমা মন্ডল সভাপতি অমর জমাতিয়া সহ ভাজপার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

মথার বিধায়কের

● প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং এর ফলে তাদের জীবনহানির আশঙ্কা বাড়ছে। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন, অবিলম্বে বিধায়ক আবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা নিন্দা করে বলেন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর এধরনের হুমকি গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর সরাসরি আঘাত।

আজ বিষকেতু দেববর্মার নেতৃত্বে মথার ছয়জন বিধায়ককে নিয়ে সচিবালয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহার সাথে দেখা করেন। প্রতিনিধিদলটি মুখ্যমন্ত্রীকে গতকালের এমএলএ হোস্টেলের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করেন যে পুলিশ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করবে। পাশাপাশি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, বিধায়ক আবাস কাণ্ডে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে চারজনের বিরুদ্ধে এনসিসি থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন মথা বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের আমন্ত্রণে এদিন আবাসে গিয়েছিলেন ওই চার অভিযুক্ত।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং বলেন, গতকাল রাতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে প্রতীক দেবর্বমা সহ আরও তিনজন ব্যক্তি তাঁর সরকারি আবাসে প্রবেশ করে পারিবারিক আলোচনায় হস্তক্ষেপ শুরু করে। তিনি অনেকবার তাঁদেরকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তারপর তারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং প্রাননাশের হুমকি দেয়। সাথে সাথে তিনি বিধায়ক বিশ্বজিৎ কালাইয়ের সরকারি কোয়ার্টারে ছুটে যাই। গতকাল রাতে বিধায়ক বিশ্বজিৎ-এর আবাসে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, তাঁরা শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং-এর আমন্ত্রণে এদিন আবাসে গিয়েছিলেন। তাই আজ প্রতীক দেবর্বমা সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে এনসিসি থানায় মামলা দায়ের করেন তিনি।

নিবেদিতা স্কুলে গোমতী জেলা ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।। আজ উদয়পুর ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো গোমতী জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার ২০২৫। গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ব্যবস্থাপনায় এবং উদয়পুর ভগ্নী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এই বিজ্ঞান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ।বিজ্ঞান সেমিনারে গাছে জল প্রদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের কাউন্সিলরদ্বয় যথাক্রমে রেজাউল হোসেন ও রত্না দে দাস।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র, বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী এবং নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর বাসু মান দাশ।এছাড়াও বিজ্ঞান সেমিনারের আহ্বায়ক হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিকাশ নাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। প্রকাশ করা হয় উল্লিখিত বক্তারা এই বিজ্ঞান সেমিনারের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সামনে তুলে ধরেন ।গোমতী জেলার মোট ৪৫টি বিদ্যালয় থেকে একজন করে প্রতিনিধি এই বিজ্ঞান সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। করবুক মহকুমা থেকে চারজন, অমরপুর মহকুমা থেকে ১১ জন এবং উদয়পুর মহকুমা থেকে ৩০জন প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের পর মূল পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় ।প্রথমদিকে দূরবর্তী স্কুলগুলোকে এই বিজ্ঞান সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোর প্রতিনিধিদের বিজ্ঞান সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। ৪৫ টি স্কুলের মধ্যে ফলাফলের বিচারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে অমরপুর মহকুমার বিভিন্ন স্কুল- এদের মধ্যে দক্ষিণ অমরপুর টাউন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়(ডি এ টি)বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী এবং তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ের থেকে অংশগ্রহণকারী উদয়পুর মহকুমাকে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন গোয়ালগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় ।এখানে উল্লেখ থাকে যে এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারের মূল ভাবনা ছিল ' দ্যা কোয়ান্টাম এজ বিগিন্স- পটেনশিয়ালিটি এন্ড চ্যালেঞ্জেস' সাইন্সমিনারে বা বিজ্ঞান সেমিনারে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর বাসু মান দাস এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী। শহরের এবং জেলা সদরের যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের পেছনে ফেলে মফ:স্বলের শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা উপস্থাপন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং দক্ষিণ অমরপুর টাউন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় , রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনারে গোমতি জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে। পরবর্তীতে বিজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উদয়পুর পুরো পরিষদের পুর পিতা শীতলত চন্দ্র মজুমদার ,গোমতী জেলা শিক্ষাধিকারিক কল্যাণ ভদ্র, উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এর রসায়নের শিক্ষক ডক্টর বাসু মান দাশ, অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক পরিমল চক্রবর্তী এবং ভগিনী নিবেদিতা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিকাশনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকের এই বিজ্ঞান সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে ,বিজ্ঞান সেমিনারের আমন্ত্রণ পত্রে জেলার বিধায়কগণ এবং গোমতী জেলার জেলা সভাধিপতির নাম উল্লেখ থাকলেও তাদের মধ্যে একজনও উপস্থিত না থাকায়, উপস্থিত শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মহলে গুঞ্জন শুরু হয় ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

জনগণের গণতান্ত্রিক

● প্রথম পাতার পর

এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরেও নির্ধারিত সময়ের কিছুটা বিলম্বে শুরু হয় সিপিআইএম-এর বিক্ষোভসভা। সভায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার প্রবর্তন, জল কর বৃদ্ধি সহ নানা জনজীবনের সমস্যা তুলে ধরে তীব্র সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি অভিযোগ করেন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে শাসকদল পরিকল্পিতভাবে সিপিআইএম কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে। অথচ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর ও থানার নাকের ডগায় দিনের আলোয় এই ঘটনা ঘটলো।

তিনি আরও দাবি করেন, গত সাড়ে সাত বছরে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি। বরং বারবার বিদ্যুৎ মাশুল ও জ্বালানির দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়েছে। বিক্ষোভসভা থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, বিরোধী দল সরকারের বিরোধিতা করার জন্য নয়, বরং সরকারের ভুলত্রুটি তুলে ধরে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করছে। একই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, আজকের কর্মসূচিতে কোথাও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে গদি ছাড়ার স্লোগান দেওয়া হয়নি। শুধু মানুষের দাবিগুলোকে সামনে রেখেই আন্দোলন চলছে।

সভার শেষ পর্বে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিজেপি বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চালালেও জনগণ সব দেখছে। মানুষের সমর্থন হারিয়ে এখন শাসক দলের ভরসা শুধুই দমননীতি।

গাড়ি উঠতেই

● প্রথম পাতার পর

গাড়ির চালক এবং দুই মহিলা অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। ঘটনার সাথে সাথেই আহত তিনজনকে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে মালবাহী গাড়িটি ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় উল্টো দিক থেকে ব্যাটারিচালিত এক অটো গাড়ি আসছিলো। ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়তেই অটো গাড়িটিও ব্রীজের উপর উল্টে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, বিধায়ক বিরজিত সিনহা, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদার, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর, কৈলাসহরের মহকুমা শাসক বিপুল দাস, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ রঞ্জন দাস, কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার সহ আরও অনেকে।

ঘটনার ব্যাপারে কৈলাসহরের মহকুমা শাসক বিপুল দাস জানান যে, কিনাইরচড় গ্রামের রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের হলেও সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন করে আবার ব্রীজ বসানো হবে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তবে পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক জানান যে, ২০০৮সালে ব্রীজটি বসানোর সময় ব্রীজটির মধ্যবর্তী স্থানে কোনো ধরনের পিলার বসানো হয়নি। পিলার না থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় গোটা গ্রামে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শিক্ষক সংকট দূরীকরণের

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। জানাজায় তিনি বিদ্যালয়ের ইনচার্জও। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ পরীক্ষার কয়েকদিন আগে বিদ্যালয়ের ইনচার্জ শিক্ষককে বদলি করার ফলে তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট দূরীকরণের দাবিতে এদিন তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

এদিন রাঙামাটিয়া নর্থ হাই স্কুলের পড়ুয়ারা সোনামুড়া তকসলা পাড়া সড়ক অবরোধ করে খেদাবাড়ী এলাকায়। ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অভিভাবকদের দাবি অবিলম্বে শিক্ষক সংকট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। নাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন তারা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ আগরতলায় শুরু কাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে বসছে ব্যাডমিন্টনের বড় টুর্নামেন্ট। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নর্থ ইস্ট জোন ইন্টার স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সামগ্রিক দিক থেকে প্রস্তুতি জোর কদমে। ইনডোর- আউটডোর সর্বত্রই যেন এখন সাজো সাজো রব। রাজপথে ফ্ল্যাক্স, ফেস্টুন, তোড়ন সবকিছুতেই শেষ তুলির টান চলছে। রাজপথের ফ্লেক্স ফেস্টুনে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট তথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম সম্বলিত ছবি, সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিশ্র-এর নাম সম্বলিত ছবি। কেননা তাঁদের আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিবসীয় এই ইউনেক্স সানরাইজ নর্থ-ইস্ট জোন ইন্টার স্টেট এন্ড জোনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁদের আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। কোনও কারনে অনুপস্থিত হলে হয়তো সমাপনী অনুষ্ঠানেও আসতে পারেন। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা টুর্নামেন্টের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আজ সন্ধ্যায় এনএসআরসিসি-র ইনডোর হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। অঞ্চলভিত্তিক আন্তঃ রাজ্য বড় মাপের এই টুর্নামেন্টে অরুণাচল প্রদেশ থেকে ৩৬ জন, আসাম থেকে ৩৭ জন, মনিপুর থেকে ৩৫ জন, মেঘালয় থেকে ২৫ জন, নাগাল্যান্ড থেকে ২২ জন, মিজোরাম থেকে ২৪ জন, সিকিম থেকে ২৬ জন এবং আয়োজক রাজ্য ত্রিপুরার ২১ জন খেলোয়াড়, কোচ ম্যানেজার সহ মোট ২২৬ জনের সমাবেশ ঘটবে এই আসরে। এছাড়া ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া থেকে অফিশিয়াল হিসেবে আসবেন ১২ জন। ইতোমধ্যে নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং মিজোরামের খেলোয়াড়রা যথারীতি আগরতলায় পৌঁছে গেছেন। রাজধানীর নামিদামি হোটেল গুলোতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামীকালের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়রা এবং অফিশিয়ালরা পৌঁছে যাবেন। ৪ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগের টুর্নামেন্ট হবে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা দলের জার্সি উন্মোচন করা হয় এবং খেলোয়াড়দের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। রাজ্য দলের সাফল্যের ব্যাপারে ত্রিপুরার ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন যথেষ্ট আশাবাদী। খেলা হবে এনএসআরসিসি-র ইনডোর হলে নতুন করে তৈরি দুটি কোর্টে এবং এনএসআরসি-র নির্দিষ্ট ব্যাডমিন্টন কোর্টে। সামগ্রিক বাজেট ধরা হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা। ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন থেকে ইতোমধ্যে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন স্পন্সরের কাছেও অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব তথা অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা, সম্পাদক রূপক সাহা কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত রায়, কোচ অরিত্র নন্দী ও মনীষ ভক্ত প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

জিজাভাই স্মৃতি ফুটবলে অংশ নিতে রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ফুটবলাররা এখন ডিফুতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আসামের ডিফুতে পৌঁছলেন রাজ্য দলের ফুটবলাররা। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে রাজমাতা জিজাবাই ট্রফি সিনিয়র মহিলাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। আসরে ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং আসাম। ৪ সেপ্টেম্বর অরুনাচল প্রদেশ, ৬ সেপ্টেম্বর আসাম এবং ৮ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। আসরে অংশ নিতে আজ, মঙ্গলবার সকালে ট্রেনে রওনা হয়েছে ত্রিপুরা দল। সোমবার সকালে শেষ প্রস্তুতি সেরে নিয়েছেন শ্রেয়া দেব-রা। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের প্রতিটি ফুটবলারকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। ভালো খেলা নিয়ে প্রতিটি ফুটবলারই আশাবাদী। কোচ ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর বলেন, আমার হাতে ব্যালেন্সড দল তুলে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা যদি নিজেদের খেলাটা খেলতে পারে তাহলে আমরা সাফল্য পাবই। আশা করি আমার মেয়েরা হতাশ করবে না। এদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা। ভালো খেলার পাশাপাশি ত্রিপুরার সম্মান রক্ষা করে যাতে ফুটবলে সাফল্য ফিরিয়ে আনতে পারেন এর পরামর্শ দেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তার। ঘোষিত ত্রিপুরা দল : কিফিলটি জমাতিয়া, মলিনা রিয়াং, শ্রিয়া দেব, সিবতি দেববর্মা, উমাদেবী জমাতিয়া, অঞ্জনা ত্রিপুরা, মৌসুমী ওরাং, ঝুমা ওরাং, রেশমি কলই, কেয়া দেববর্মা, আদুরী জমাতিয়া, শম্পিলি জমাতিয়া, পৃথা ত্রিপুরা, তপতী ত্রিপুরা, সুয়ারী দেববর্মা, সোনাই সিনহা, মারিনা জমাতিয়া, নিসা জমাতিয়া, সুমিতা জমাতিয়া এবং শকুন্তলা দেববর্মা। কোচ : ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর, ম্যানেজার কবিতা দেববর্মা।

সতেরো বছর পর সুখবর! ২০২৬-এ ভারতে বসছে ওয়ার্ল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর

ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ২০২৬ সালে ওয়ার্ল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে ভারতের মাটিতে। সোমবার ব্যাডমিন্টনের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল ফেডারেশন (বিডাব্লুএফ) ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে ভারতে রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়ানশিপ। শেষবার ২০০৯ সালে ভারতে হায়দরাবাদ শহরে আয়োজিত হয়েছিল ওয়ার্ল ব্যাডমিন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দুই দশক (১৭ বছর)। ফের ২০২৬ সালে এই মেগা টুর্নামেন্টের আসর বসবে ভারতে। আয়োজক শহর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দিল্লিকে। চলতি বছরে প্যারিসে বসেছিল ব্যাডমিন্টনের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্ট। এদিন প্যারিসে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন বিডাব্লুএফ প্রেসিডেন্ট খুনিয়িং পাতামা লিস্বাদত্রাকুল এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় মিশ্র। তখনই আগামী ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ভারতে বসার কথা ঘোষণা করা হয়।

আগামী বছরের আয়োজক দেশ হিসাবে ভারতকে বেছে নেওয়ায় দেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এবং কোচেরা উল্লসিত। এই বিষয়ে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় মিশ্র বলেন, ‘‘আমরা আশ্বস্ত করছি, ভারত এই টুর্নামেন্টের আয়োজনে কোনও খামতি রাখবে না। প্যারিসে যেভাবে নিপুণ দক্ষতা ও বর্ণাঢ্য ভাবে আয়োজিত হয়েছে এই মেগা ইভেন্ট, সেই ধারা বহন করবে ভারতও। দিল্লিতে ব্যাডমিন্টন তারকাদের স্বাগত জানানোর জন্য আমরা তৈরি।’’

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১৫টি পদক জিতেছে ভারত। এর মধ্যে একাই পাঁচটি পদক জিতেছেন পিভি সিন্ধু। দেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এবং কোচরা মনে করছেন, ভারতের উঠতি প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য বড় সুযোগ চেনা পরিবেশে, সমর্থকদের সামনে ওয়ার্ল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারা।

শারীর শিক্ষক অমিত দেববর্মার অকাল প্রয়াণে ক্রীড়া মহলে শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রয়াত হলেন শারীর শিক্ষক অমিত কুমার দেববর্মা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সালে ক্রীড়া দপ্তরে জুনিয়র শারীর শিক্ষক পদে কাজে যোগ দিয়েছিলেন অমিত। জম্পুইজলায় তার ফুটবলে হাতে খরি প্রশিক্ষক সুবোধ দেববর্মার হাত ধরে। বিভিন্ন ময়দানে দাপিয়ে খেলেছে দীর্ঘ সময় সে। বহুবার জাতীয় আসরে রাজ্যের হয়ে ময়দান কাঁপিছেন। মঙ্গলবার সকালে খুমলুঙ হাসপাতালে হঠাৎ হৃদ স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় তার। বিগত কিছুদিন ধরে হার্টের ব্যাথা অনুভব করছিলেন তিনি। এদিন সকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো এই প্রাণ চঞ্চল ছেলেটি। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মাঠে আর দেখা যাবেনা তাকে। জম্পুইজলা কোচিং সেন্টারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতেন নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের অমিত। এদিন জম্পুইজলা বাসী তাঁকে অশ্রুসজল চোখে ময়দান থেকে চিরবিদায় জানালো। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি রোজদিনের মত বাবার সেই ব্যাগ গুছিয়ে দিলো। সে জানেনা, বাবা কোথায় যাচ্ছে। সত্যি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা। ফুল ফোটার আগেই অসময়ে ঝরে গেল। ফুটবল ময়দানে আর দেখা যাবেনা সবার প্রিয় অমিতকে। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসতপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন শারীর শিক্ষক তথা পর্বতারোহী প্রনব অখণ্ড। পাশাপাশি জম্পুইজলার ক্রীড়াপ্রেমীরা ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন।

বেঙ্গালুরুতে আগামীকাল থেকে কেসিএ-র আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট, ত্রিপুরা দল প্রস্তুত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শুরু করলো ত্রিপুরা। ওই রাজ্যে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে অংশ নেবে রাজ্য দল। ওই আসরের অংশ নিতেই সোমবার ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছলেন ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণের ওই রাজ্যের আলোর মাঠে অনুশীলন করেন বিক্রম কুমার দাস - রা। প্রায় আড়াই ঘন্টা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। শুরুতে কন্ডিশনিং, মাঝে ফিল্ডিং এবং শেষে দীর্ঘ সময় নেটে অনুশীলন করেন ঋতুরাজ ঘোষ রায় - রা। প্রথম ম্যাচের আগে আজ শেষ প্রস্তুতি সেরে নেবেন অজয় সরকার- রা। জাতীয় মরশুম শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতির জন্যই ওই আসরের ত্রিপুরার অংশগ্রহণ। দলের প্রতিটি ক্রিকেটারই চাইছেন জাতীয় আসর শুরু হওয়ার আগে ওই আসরে ভালো খেলে নির্বাচকদের মন জয় করে নিতে। আসরে ত্রিপুরাকে ”এ ”গ্রুপে রাখা হয়েছে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা সহ রয়েছে কে এস সি একাদশ, মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং ছত্তিশগড় ক্রিকেট সংস্থা। মোট ১৬ দল অংশ নিয়েছে আসরে। ১৬ দলকে চারটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। ৪-৭ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। আলোরের ৩ নম্বর মাঠে হবে ম্যাচটি। ৯-১২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। আলোরের এক নম্বর মাঠে হবে ম্যাচটি। ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর গ্রুপ লীগ নিজেদের শেষ ত্রিপুরা খেলবে কে এস সি এ একাদশের বিরুদ্ধে। আলোরের দুই নম্বর মাঠে হবে ম্যাচটি। প্রতি গ্রুপ থেকে একটি করে দল সেমিফাইনালে যাবে। ২২-২৪ সেপ্টেম্বর হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ২৬-২৯ সেপ্টেম্বর হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। ওই আসরে ভালো খেলা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ত্রিপুরার শিবির।

অভিষেক, সুখজিৎ, যুগরাজের হ্যাটট্রিক, এশিয়া কাপে নিয়মরক্ষার ম্যাচে কাজাখস্তানকে ১৫ গোলে উড়িয়ে দিল ভারত

সুপার ফোর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সোমবার এশিয়া কাপে নিয়মরক্ষা কাজাখস্তানকে ১৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ভারত। হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল করলেন অভিষেক। হ্যাটট্রিক করেছেন সুখজিৎ সিংহ এবং যুগরাজ সিংহও। জোড়া গোল হরমনপ্রীত সিংহের। সুযোগ নষ্ট না করলে ভারতের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। আন্তর্জাতিক হকির ক্রমতালিকায় ভারত রয়েছে সাত নম্বরে। কাজাখস্তান সেখানে ৮১-তে। ১৯৯৪-এর পর প্রথম বার তারা এশিয়া কাপে খেলছে। দুই দলের পার্থক্য শুরু থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত চাপে রেখেছে কাজাখস্তানকে।

প্রথম মিনিটেই গোল করার জায়গায় চলে গিয়েছিলেন দিলপ্রীত। তিনি সুযোগ নষ্ট করেন। পঞ্চম মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক। মাঝমাঠ থেকে বল পেয়ে ‘ডি’ বক্সে ঢুকে দূর থেকে শট নেন তিনি। কোণ দিয়ে বল জালে জড়ায়। তিন মিনিট পরে সমতা ফেরানোর জায়গায় এসেছিল কাজাখস্তান। সুযোগ নষ্ট করেন দুইসেনগাজি। অষ্টম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ভারত। এ বারও অভিষেক। বৃত্তের ভিতরে বল পেয়ে বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের চাপ সামলে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন। তার পরেই মনদীপ সিংহ একটি সুযোগ নষ্ট না করলে তৃতীয় গোল করতে পারত ভারত। সেটি হয় ১৫ মিনিটে। বাঁ দিক থেকে পাস পেয়েছিলেন সুখজিৎ। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকার ফায়দা তুলে গোল করেন।

২০ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন অভিষেক। বিপক্ষের বৃত্তে রোখাই যাচ্ছিল না তাঁকে। এ বারও কাজাখস্তানের ডিফেন্ডারেরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিলেন। তার ফাঁক দিয়েই গোল করেন অভিষেক। চার মিনিট পর পেনাল্টি কর্নার থেকে পঞ্চম গোল করেন যুগরাজ। ২৬ মিনিটে ষষ্ঠ গোল হরমনপ্রীত সিংহের। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তিনিও। ২৯ মিনিটে গোল অমিত রোহিদাসের। তাঁর গোলও আসে পেনাল্টি কর্নার থেকে। বিরতিতে ৭-০ গোলে এগিয়েছিল ভারত। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ম্যাচের ফল কী হতে চলেছে।

বিরতির পর ভারত আরও চাপ বাড়ায়। কাজাখস্তানকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করতে থাকে তাঁরা। পেনাল্টি কর্নার থেকে অষ্টম গোল করেন যুগরাজ। নবম গোল করেন রাজিন্দর সিংহ। বৃত্তের মধ্যে মনদীপ সিংহ পাস দিয়েছিলেন রাজিন্দরকে। বিপক্ষের রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগে গোল করেন রাজিন্দর। ভারতের দশম গোল সুখজিতের। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে বিপক্ষের বৃত্তে ঢুকে একার প্রয়াসে গোল করেন তিনি। ছ’মিনিট পরে আরও একটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন তিনি। বিবেকের থেকে পাস পেয়ে গোল করেন সুখজিৎ। ৪৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন যুগরাজ। আবার পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন। ভারতের হয়ে ১৩তম গোল করেন সঞ্জয় সিংহ। পেনাল্টি কর্নার মারার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। হতাশ করেননি। ১৪তম গোল দিলপ্রীতের। ১৫তম গোল করেন অভিষেক।

দৃষ্টান্ত আফগানিস্তান ক্রিকেটারদের, ভূমিকম্প বিধ্বস্তদের বাঁচাতে মাচ ফি দান করলেন

কাবুল: রবিবার ছিল আফগানিস্তানের কাছে অভিশপ্ত একদিন। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে তছনছ আফগানিস্তান। আফগানিস্তানে রাত ১১:৪৭ মিনিটে ভূমিকম্পের জোরাল কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬ মাপা হয়েছে। এই ভূমিকম্প আফগানিস্তানে ধ্বংসলীলা ঘটিয়েছে। আজ সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বরও ৪.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়। আফগানিস্তানে হওয়া এই ভূমিকম্পে ৮০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ২৫০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাদের দেশের মানুষের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। দেশে হওয়া এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানুষদের উদ্ধারের জন্য খরচ হিসাবে আফগানিস্তান দল তাদের ম্যাচ ফি ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

আফগানিস্তানের ক্রিকেট দল এশিয়া কাপের আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ডজ্জ্ক) এবং পাকিস্তানের সঙ্গে মরুদেশে একটি ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজ খেলছে। এশিয়া কাপের প্রস্তুতি ধরা হচ্ছে যে সিরিজকে। এই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচটি ১লা সেপ্টেম্বর খেলা হচ্ছে। এই ম্যাচের আগে আফগান আটলান-এর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়েছে। সেই পোস্টে জানানো হয়েছে যে, আফগানিস্তান দল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে তাদের এই ম্যাচের তাদের পুরো ম্যাচ ফি-ই কুনারে হওয়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তার জন্য দেবে।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আরও ঘোষণা করেছে যে, পূর্ব আফগানিস্তানের শহর খোস্তে চলতি আঞ্চলিক লিস্ট এ টুর্নামেন্ট খেলোয়াড়রাও আগামীকাল ২রা সেপ্টেম্বর তাদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দেবেন।

আফগানিস্তানের কুনারে হওয়া ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ পুরো বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি দল সোমবারের টি-২০ ম্যাচের আগে এই ভূমিকম্পে নিহতদের স্মরণে ২ মিনিটের নীরবতা পালন করে।

ইয়ো-ইয়ো পরীক্ষায় ব্যর্থ ভারতের ক্রিকেটার

রোহিত শর্মার ৩৮ বছর বয়স হয়ে গেলেও তিনি ইয়ো-ইয়ো পরীক্ষায় পাস করেছেন। ভারতের আরও কিছু ক্রিকেটার সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তবে জাতীয় দলের হয়ে না-খেলা এক ক্রিকেটার সেই পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে দলীপ ট্রফির দল থেকে। অনিশ্চিত হয়ে গেল ভারত ‘এ’ দলের হয়ে আগামী একটি সিরিজে তাঁর খেলা। তিনি ২৮ বছরের ক্রিকেটার বিজয়কুমার বিশাখ। বিরাট কোহলির দল বেঙ্গালুরুর হয়ে তিন বছর খেলার পর তিনি এখন খেলেন পঞ্জাব কিংসে। ‘রেভস্পোর্টজ’-এর খবর অনুযায়ী, বোর্ডের আয়োজিত ইয়ো-ইয়ো পরীক্ষায় তিনি পাস করতে পারেননি। দলে নির্বাচনের জন্য এই পরীক্ষায় পাস করতেই হয়। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলবে দক্ষিণাঞ্চল। সেই ম্যাচে খেলা হবে না বিশাখের। ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হতে না-পারার জন্য তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দলে নেওয়া হয়েছে বাসুকি কৌশিককে।

হঠাৎই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর মিচেল স্টার্কের, বিশ্বকাপে দেখা যাবে না অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলারকে

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন মিচেল স্টার্ক। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার।

২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে স্টার্কের হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্তে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের জোরে বোলিং নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ, অ্যাসেজ এবং ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্টার্ক।

৩৫ বছরের স্টার্ক গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে আর দেশের হয়ে এই ফরম্যাটে খেলেননি। পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত এবং শ্রীলঙ্কায়। তার ছ’মাস আগে অবসরের সিদ্ধান্ত জানালেন স্টার্ক।

স্টার্ক বলেছেন, ‘‘টেস্ট ক্রিকেট বরাবরই আমার অগ্রাধিকারের তালিকায় উপরে। তবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোয় খেলেছি, তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। বিশেষ করে ২০২১ সালের বিশ্বকাপের কথা বলব। আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম বলেই শুধু বলছি না, ওই বিশ্বকাপে যে দলটা পেয়েছিলাম তার জন্য বলছি।’’

কেন অবসর নিলেন জানাতে গিয়ে স্টার্ক বলেন, ‘‘ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তার পর অ্যাসেজ এবং এক দিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। আমার মনে হয়, এগুলোর জন্য নিজেকে তরতাজা এবং সুস্থ রাখার এটাই সেরা উপায়।’’

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি স্টার্ক। তাঁর আগে রয়েছেন শুধু অ্যাডাম জাম্পা। মোট ৬৫টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে ৭৯টি উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক। ওভার পিছু রান দিয়েছেন ৭.৭৪। ছ’টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মধ্যে পাঁচটিতেই খেলেছেন তিনি। চোটের জন্য শুধু ২০১৬ বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। দুবাইয়ে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে স্টার্কের বড় ভূমিকা ছিল।

এশিয়া কাপের দলে ব্রাত্য ! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর পাকিস্তানের ক্রিকেটারের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার আসিফ আলি। সামনেই এশিয়া কাপ। সেই দলে সুযোগ পাননি তিনি। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৩ বছরের ডানহাতি ব্যাটার।

সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন আসিফ। তিনি বলেন, “পাকিস্তানের জার্সি পরা আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত। দেশের হয়ে ক্রিকেট মাঠে লড়াই করেছি। এর থেকে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। আমার পাশে থাকায় সতীর্থ ও সমর্থকদের ধন্যবাদ।” আসিফ আরও বলেন, “আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ক্রিকেট ছাড়ছি না। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলব। পাশাপাশি গোটা বিশ্বে লিগ ক্রিকেটও খেলব।”২০১৮ সালের ১ এপ্রিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অভিষেক হয়েছিল আসিফের। পাকিস্তানের হয়ে ২১টি এক দিন ও ৫৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তার পর থেকে আর দলে সুযোগ পাচ্ছিলেন না আসিফ। ফলে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেরিয়ারে ২১টি এক দিনের ম্যাচে ৩৮২ ও ৫৮ টি-টোয়েন্টিতে ৫৭৭ রান করেছেন আসিফ। এক দিনের ক্রিকেটে ২৫.৪৬ ও টি-টোয়েন্টিতে ১৫.১৮ গড়ে রান করেছেন। ছোট ফরম্যাটে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৮৭। এক দিনের ক্রিকেটে তিনটি অর্ধশতরান করলেও টি-টোয়েন্টিতে একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি তিনি। পাকিস্তানের হয়ে পাঁচ বছর খেললেও আসিফের গড় খুব খারাপ। সেই কারণেই ২০২৩ সালের পর থেকে আর জায়গা পাননি। পাকিস্তানের হয়ে ২০১৮ ও ২০২২ সালের এশিয়া কাপ এবং ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি। ২০২১ সালের বিশ্বকাপে ভারতকে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। বাবর আজমের সেই দলের সদস্য ছিলেন আসিফ। সেই দলের অধিনায়ক বাবরও এখন পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ব্রাত্য। এশিয়া কাপের দলে জায়গা পাননি বাবরের ওপেনিং জুড়িদার মহম্মদ রিজওয়ানও।

সেমিকন ইন্ডিয়া সম্মেলনে তথ্য প্রযুক্তির মন্ত্রী

দেশের প্রথম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' চিপ উপহার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দিল্লির যশোভাবনিতে ''সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫'' সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল দেশে একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও টেকসই সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। সম্মেলনে সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অগ্রগতি, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, গবেষণা ও উন্নয়নে উদ্ভাবন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিনিয়োগের সুযোগ এবং রাজ্যভিত্তিক নীতিমালার বাস্তবায়ন নিয়ে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, "ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন চালুর পর থেকে গোটা বিশ্বের আস্থা ভারতের প্রতি বেড়েছে। বর্তমানে দেশে পাঁচটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।'' তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের প্রথম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' চিপ উপহারও দেন। মন্ত্রী আরও জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই দুটি নতুন উৎপাদন ইউনিট চালু হতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "বিশ্ব আজ ভারতের উপর আস্থা রাখছে, ভারতকে বিশ্বাস করছে এবং ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে সেমিকন্ডাক্টরের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রস্তুত।"

তিনি জানান, "দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ভারতের ক্ষুদ্রতম চিপ থেকেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন সূচিত হবে।'' তিনি তুলনা করে বলেন, "এক সময় তেল ছিল কালো সোনা, এখন চিপস্ হল ডিজিটাল হীরা। বিংশ শতকে বিশ্বশক্তি গড়ে উঠেছিল তেলের উপর ভিত্তি করে, আর একবিংশ শতকে সেই শক্তির উৎস হবে এই ছোট্ট চিপস।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্বে সেমিকন্ডাক্টর বাজার আগামী বছরে ১ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে চলেছে এবং ভারতের বর্তমান অগ্রগতির গতি বজায় থাকলে, এই বাজারে ভারতের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য হবে। ২০২১ সালের পর থেকে যে ১০টি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, তাতে প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ হয়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, দেশের চাহিদা মেটাতে এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে উপযুক্ত খনিজ পদার্থের জোগান নিশ্চিত করতে ভারত 'ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিশন'-এর উপর কাজ করছে। একই সঙ্গে মোদী ঘোষণা করেন, সরকার খুব শীঘ্রই 'পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার' চালু করবে।

জিডিপির সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সংকট সত্ত্বেও ভারত প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ৭.৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই সাফল্য ভারতের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা এবং নীতিগত অগ্রগতির প্রমাণ।"

উল্লেখ্য, সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলন আগামী তিন দিন ধরে চলবে এবং দেশের সেমিকন্ডাক্টর খাতকে গতি দিতে গবেষণা, প্রযুক্তি, বিনিয়োগ এবং নীতিনির্ধারণী দিক থেকে এক নতুন দিশা দেখাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সদস্যগণ স্থানীয় উন্নয়নের পথপ্রদর্শক: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সদস্যগণ স্থানীয় উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকারী এবং জনগণের আস্থার প্রতীক। প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি পরিবার এবং গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য। পঞ্চায়েতরাজ সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ একথা বলেন। অরুন্ধতীনগরস্থিত স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী এই কর্মসূচি আজ শেষ হয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মনও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

আজ সন্ধ্যায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব হলো স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে টেকসই জীবিকা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করা। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের গ্রামগুলি আগামী প্রজন্মের জন্য আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা এবং নেতৃত্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। ভারত ইনেশিয়েটিভ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা এন. কে. গিলানি স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু সভাধিপতিগণের হাতে অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট তুলে দেন। গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত দপ্তর) এবং ভারত ইনেশিয়েটিভ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ২ দিনব্যাপী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর জওয়ানদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের দ্বাদশ বাহিনীর জওয়ানেরা উচ্ছ্বাসের মেজাজে চাকমাঘাটের হেড কোয়ার্টারে রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করল। নিজেদের পেশাগত দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনন্য ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ১০৩ জন সাহসী টিএসআর জওয়ান আজ রক্তদান করেন।

বরাবর টিএসআর দ্বাদশ বাহিনী নানান প্রকারের সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। আজকের এই রক্তদান শিবিরে আইজি কেডি মারাক, কমান্ডেন্ট অশোক সিনহা, ডেপুটি কমান্ডেন্ট সুবোধ চন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। টি এস আর বাহিনীর পদাধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা আজকের এই রক্তদান শিবিরে যারা রক্তদান করেছেন তাদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন আগামীতে আরও বেশি পরিসরে রক্তদানে এগিয়ে আসবে বাহিনীর জওয়ানেরা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং খোয়াই জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও আজকে উৎসাহের সাথে বাহিনীর সাথে যুক্ত লন্ড্রি, সেলাই, সেলুন এবং ১২০ জন জওয়ানদের জন্য দুটা পৃথক ব্যারাক উদ্বোধন করা হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে জড়িয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল আগরতলা প্রেস ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: জনসমক্ষে সাংবাদিকদের হেয়প্রতিপন্ন ও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা নিয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক বিবৃতির মাধ্যমে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রেস ক্লাব। বিবৃতিতে আগরতলা প্রেসক্লাব উল্লেখ করে, রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত, আপত্তিকর ও নিন্দনীয়। সাংবাদিকরা সর্বোপরি সংবাদ মাধ্যম বরাবরই নিরপেক্ষভাবে এ রাজ্য দায়িত্ব পালন করছে। কোনওধরনের চাপের কাছে মাথা নত করেনি।

অযাচিতভাবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা এবং নিন্দা করছে আগরতলা প্রেসসংবাদ মাধ্যমকে জড়িয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল আগরতলা প্রেস ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন

লোকালয়ে পোল্ট্রি ফার্ম, বিপাকে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২ সেপ্টেম্বর: মহকুমা শাসক এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দিব্যি পোল্ট্রি ফার্ম চালিয়ে যাচ্ছেন এক পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসায়ী। জানা যায় ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের উত্তর গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত হরিপুরের ব্লকটিলা নামক গ্রামে প্রায় একশ পরিবারের বসবাস। ওই গ্রামেই বসবাস করেন সুভাষ রায়। ব্লকটিলার বাসিন্দা সুভাষ রায় বেশ কয়েক বছর পূর্বে নিজ বাড়ীর পাশে লোকালয়ে গ্রামবাসীদের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তুলেন। স্বাভাবিকভাবেই ওই পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ ধীরে ধীরে ব্লকটিলা গ্রামটিকে গ্রাস করতে থাকে।উক্ত পোল্ট্রি ফার্মটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে পোল্ট্রি ফার্ম মালিক সুভাষ রায়কে অনুরোধ জানানো হয় কিন্তু সুভাষ রায় কোন ভাবেই প্রতিবেশিদের কথা বা আবেদন কানে তুলতে নারাজ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সুভাস রায়ের ওই পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধজনিত কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

আরো অভিযোগ, ওই পোল্ট্রি ফার্মের দুর্গন্ধজনিত আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ার কারণে উক্ত পাড়ার সব কয়টি পরিবারের শিশু থেকে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিশুরা বেশিরভাগ শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রতি পরিবারের সকলের খাওয়াদাওয়া সঠিক ভাবে করা যাচ্ছে না।গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বার বার সমস্যার কথা জানিয়েও পোল্ট্রি ব্যবসায়ী সুভাষ রায় কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ব্লকটিলা গ্রামবাসীদের তরফে গ্রামের সমস্যার কথা লিখিত ভাবে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে। কিন্ত এরপরও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না মহকুমা প্রশাসন। এতে গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন খুব সহসা কোন ব্যবস্থা না হলে রাজ্যের পলিউশন দপ্তরের সাহায্য নেবেন উত্তর গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের ব্লকটিলা নামক গ্রামের জাতি জনজাতি অংশের লোকজন।

পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে অফিস ভবন ও শূকর প্রজনন খামারের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়িতে নবনির্মিত সহকারী পরিচালকের অফিস ভবন ও শূকর প্রজনন খামারের উদ্বোধন মঙ্গলবার জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে অফিস ভবন ও শূকর প্রজনন খামারের উদ্বোধন হয়। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, মৎস্য ও তপশিলি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার বিধায়িকা তথা মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক এবং একাধিক বিশিষ্ট অতিথিরা এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে পাঁচজন সুবিধাভোগীর হাতে প্রতীকীভাবে মোরগ ছানা তুলে দেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের আর্থিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। পশুসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে শুধু পশুপালন নয়, জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে।"মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করা।বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, তেলিয়ামুড়া ও হাওয়াইবাড়ি অঞ্চলের মানুষ এই অফিস ভবন ও শূকর প্রজনন খামার থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকরা আশা প্রকাশ করেছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং পশুপালনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

পঞ্চায়েত স্তরে সঠিক রোডম্যাপ তৈরি করে মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে: পঞ্চায়েতমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: পঞ্চায়েত স্তরে সঠিক রোডম্যাপ তৈরি করে মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ব্লক প্রশাসনকে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের আরও কাছে নিয়ে যেতে হবে। আজ খোয়াই জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পঞ্চায়েত দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের একেবারে অন্তিম ব্যক্তির কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ব্লক এবং পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে কাজকর্ম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এর সুফল সাধারণ মানুষ বেশি করে পাবেন।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যে কর্মযজ্ঞ চলছে তার সুফল সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলিকে চিহ্নিত করে সমস্যাগুলি দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

তবেই মানুষ বেশি করে উপকৃত হবেন।

খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) উন্নয়নমূলক কাজকর্মের দিক দিয়ে খোয়াই জেলাকে রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। জেলাশাসক রজত পন্থ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সচিব রাজীব পাল পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে জেলায় যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান ভানলাল রাঙ্খল, কল্যাণপুর বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, পদ্মবিল বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা, তুলাশিখর বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, মুঙ্গিয়াকামী বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার, তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, ডি.এফ.ও. অশোক কুমার, খোয়াই জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

পশ্চিম জেলায় দুইদিনব্যাপী কলা উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: কলা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হলো গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সকল গুণ বা প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে সেই সকল গুণ বা প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। আজ মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক কলা উৎসব-২০২৫''এর উদ্বোধনী বক্তব্যে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস (দত্ত) একথা বলেন। তিনি বলেন, অতি আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি সমাজ থেকে ধীরে ধীরে লুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে। এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখা এবং বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে এই কলা উৎসবের সূচনা করেন। সেই সাথে আমাদের রাজ্যেও প্রতিবছর এই কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এবারের কলা উৎসবের থিম হচ্ছে বিকশিত ভারত 'এ ভিশন ফর ভারত ইন দ্য ইয়ার ২০৪৭''। অর্থাৎ ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের সার্বিক বিকাশের সাথে পাল্লা দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকেও বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন, এই কলা উৎসব ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক বিকাশে এক দিশার মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে কলা উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সমগ্র শিক্ষার যুগ্ম অধিকর্তা উৎপল চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমগ্র শিক্ষার পশ্চিম জেলা প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পল্লব কান্তি সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটি''র উপ অধিকর্তা কুহেলী দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রীতি দেববর্মা।

বাইক চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক যুবক

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: সোমবার গভীর রাতে বাইক চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ে এক যুবক। ওই ঘটনায় কমলাসাগর বিধানসভার কোনাবন এসসি কলোনি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে কমলাসাগর বিধানসভার কোনাবন এসসি কলোনির বাসিন্দা নিপুল দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ির বাইরে রাখা একটি বাইক লক্ষ্য করে ঘুরঘুর করতে দেখা যায় এক অচেনা যুবককে। এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে তাঁরা নীরবে নজরদারি শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর ওই যুবক নিপুল দে'র বাড়ির সামনে রাখা বাইকের লক ভাঙার চেষ্টা করে। ঠিক তখনই এলাকাবাসীরা তাঁকে ধরে ফেলেন।ধৃত যুবকের নাম সমীর দাস (২৫)।

চোর ধরা পড়ার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। সাথপ সাথে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পরবর্তী পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

উন্মত্ত সারমেয় — এর কামড়ে আহত শিশু সহ ৫, আতঙ্ক ধনপুরে

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর : উন্মত্ত সারমেয় --- এর তাণ্ডবে দিশেহারা ধনপুরবাসী। আজ ধনপুর বড়নারায়ণ এলাকায় প্রায় শিশু সহ পাঁচ জনকে কামড়েছে একটি উন্মত্ত সারমেয়। সাধারন মানুষ ভয়ে রাস্তায় বেরোতে দ্বিধাবোধ করছেন। তাতে শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি সারমেয় একে একে প্রায় ৫ জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা ধনপুর জুড়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। ঘটনার পর তাদের ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধই বেশি রয়েছে।

আহত এক ব্যক্তি কথায়, অবিলম্বে সাদা উন্মুক্ত সারমেয়টিকে শনাক্ত করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে সাধারন মানুষকে ভয় মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

সরকারি শিল্পকলা শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান শুরু ৯ সেপ্টেম্বর থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের একমাত্র সরকারি শিল্পকলা শিক্ষা মহাবিদ্যালয় তথা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, আগরতলা, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্য তথা দেশের শিল্পকলার ইতিহাসে শিক্ষা মহাবিদ্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ এই মহাবিদ্যালয়টি তার জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন চড়াই উৎরাই, ঝড় ঝঞ্ঝাকে সহ্য করে, এক দীর্ঘ বর্ণময় পথ অতিক্রম করে এই ২০২৫ সালে উদযাপন করতে যাচ্ছে তার উজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন ক্রমে আমাদের প্রিয় আগরতলা আর্ট কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ যথাযথ গুরুত্ব ও আড়ম্বরে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই সূত্র ধরে চলতি বছরের ৯ সেপ্টেম্বর, কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে বর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা চলবে ২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ টা''য় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে আগরতলার লিচুবাগানস্থিথ সরকারি আর্ট কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বর্ষ ব্যাপী কর্মসূচী একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভারম্ভ হতে যাচ্ছে।

৬৪তম জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেগা রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর: আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা প্রতিথযশা শিক্ষক ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্ম দিন। এই দিনটিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে করবুক মহকুমায় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে করবুক পাঞ্জীহাম স্কুলের অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হলো মেগা রক্তদান উৎসব। শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন।

এই আয়োজন সত্যিই এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। মহিলা ও পুরুষ মিলে মোট ১০৫ জন রক্তদান করেন। রক্তদান জীবন দান-এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষক শিক্ষিকা,শিক্ষার্থী সহ সমাজের সকল স্তরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।রক্তদান মানে শুধু জীবন বাঁচানো নয়, মানবতার সেবায় এক অনন্য অবদান রাখা। আজকের এই মহতী উদ্যোগ প্রমাণ করে শিক্ষার আলো যেমন সমাজকে পথ দেখায়, তেমনি রক্তদানও মানবতার নতুন দিশা দেয়।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক করবুক বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করবুক মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, করবুক মহকুমা পুলিশ অধিকারক গনঞ্জয় রিয়াং, সমাজসেবী বিশাল দেববর্মা এবং অতীন্দ্র রিয়াং,করবুক ব্লক ও শিলাছড়ি ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শক দামোদর ত্রিপুরা ও সমীরন চাকমা, শিলাছড়ি ব্লক প্রজেক্ট কোর্ডিনেটর বুবাগ্রা জমাতিয়া। এই রক্তদান উৎসবের আহ্বায়ক ছিলেন এক নুতন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ দালাল। সভায় সভাপতিত্ব করেন করবুক ব্লকের কো-অর্ডিনেটর কার্তিক দেববর্মা।করবুক মহকুমা প্রশাসন, মহকুমা আরাক্ষা প্রশাসন, করবুকের সমাজসেবীবৃন্দ, করবুকের বিধায়ক,সকল স্বেচ্ছা রক্তদাতা ও অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় এই রক্তদান উৎসব সাফল্য মন্ডিত হয়।

ত্রিপুরার উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল কৃষকরা: মন্ত্রী রতনলাল নাথ

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল কৃষকরা। বর্তমান রাজ্য সরকার কৃষি, পর্যটন এবং সংশ্লিষ্ট খাত যেমন সোলার ও বনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন সাধনের পরিকল্পনা করছে, যা পুরো রাজ্যকে উপকৃত করবে।

আজ ফটিকছড়ার চা বাগানে পামওয়েল রোপণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন,আমাদের দেশ বর্তমানে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় , ফলে তা অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যায়। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বনির্ভর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, কৃষকরা ত্রিপুরার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষি, পর্যটন, হর্টিকালচার, মৎস্য, কৃষি-সহায়ক খাত, সৌরশক্তি ও বনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। এগুলি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি উল্লেখ করেন, সরকার আসার আগে প্রতি ব্যক্তির গড় আয় ছিল ১.৪০ লক্ষ টাকা, যা এখন বেড়ে ১.৯৮ লক্ষ টাকা। আগামী পাঁচ বছরে প্রতি ব্যক্তির আয় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩.৭০ লক্ষ টাকা এবং ২০৪৭ সালে ১৯.৮৬ লক্ষ টাকা হবে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। আমরা চাই কৃষকের ও স্থানীয় মানুষের আয় দ্বিগুণ হোক।

তিনি আরো জানান, দক্ষিণ ভারতে ভালো পামওয়েল চাষ হয়, এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মাটি এই চাষের জন্য খুবই অনুকূল। এজন্য গোডরেজ অগ্রোভেট ও পতঞ্জলি—এর সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। গোডরেজ উত্তর, উনকোটি ও ধলাই জেলায় কাজ করবে, আর পতঞ্জলি খোয়াই, পশ্চিম, গোমতী, দক্ষিণ ও সিপাহীজলা জেলায় কাজ করবে। তারা চারা বিতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করবে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, চুক্তি অনুযায়ী দুটি কোম্পানি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পামওয়েল চারা উৎপাদনের জন্য নার্সারি স্থাপন করবে এবং জেলা পর্যায়ে বিশেষ কারখানা গড়ে তুলবে। রাজ্যের কৃষকরা উৎপাদিত পামওয়েল সরাসরি তাদের ফার্ম গেট থেকে বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া কৃষকদের সহায়তার জন্য কমপক্ষে একটি "ওয়ান-স্টপ সলিউশন সেন্টার" স্থাপন করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas